নবজীবন

বা

মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা

A Clean Heart.



CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY
AND PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
41, LOWER CIRCULAR ROAD.

1927.

ভূমিকা।

ইংরাজীতে "এ ক্লিন্ হার্ট" নামে যে সুন্দর পুস্তকখানা সি,এল্,এস্, কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, "নবজীবন" তারই অনুবাদ। খ্রীষ্টীয় সমাজে এ প্রকার পুস্তকের প্রচলন আবশ্যক। সমাজের উন্নতি নির্ভর করে যোগ্য মানুষের উপরে এবং যোগ্য মানুষ তৈয়ার হয় মাবাপের, বিশেষরূপে মায়ের দ্বারা। যদি বালিকারা শিক্ষিতা হয়ে উপযুক্ত মা হতে পারেন, তবে সমাজে অনেক ভাববাদী, অনেক মহৎ লোক উৎপন্ন হবেনই।

পুস্তকের ভাষা সরল ও ভাব স্পষ্ট করতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে, আর শেষাংশে "শিশুমঙ্গল সমিতির" দুই একটী দরকারী শিক্ষা যোগ করা হয়েছে, যেন শিশুপালন্ করতে মাবাপের সাহায্য হয়।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা মন্দ বলে ছেলেমেয়েদের থেকে লোকে গোপন করে; কিন্তু আজকাল জ্ঞানী লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করেন, এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা হতে ছেলেমেয়েদিগকে বঞ্চিত করা অন্যায়; কারণ তাতে ভবিষ্যৎ সমাজেরই অমঙ্গল হয়।

এটা যথার্থই ভারী দুঃখের বিষয় যে, কু-অভ্যাস ও কুচিন্তার ফলে এই মহৎ ও পবিত্র বিষয়টী আমাদের দেশে গালাগালি ও হাসিতামাসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য ছেলেমেয়েদিগকে এ বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব শিখান আবশ্যক। যে ভাবে বিষয়টী লেখা হয়েছে, তাতে পুস্তকখানি বালকবালিকাদের হাতে দিতে কোন বাধা হবে না।

এখন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, যেন পুস্তকখানি আমাদের সমাজের আশীর্ব্বাদস্বরূপ হয়।

সূচীপত্র

নবজীবন

বা

মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

ছোট্ট আজব।

আজ বোর্ডিং স্কুলের ছুটি। মেয়েরা খুব ব্যস্ত ; কেউ বাক্স বিছানা গুছাচ্ছে, কারও বা পোটলা বাঁধা হয়েছে, কেউ কেউ ছুটোছুটি করে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতে যাচ্ছে। সকলে বাড়ী যাবার জন্য তৈয়ার হচ্ছে। লাবণ্যও ভারী ব্যস্ত। সে কাল্‌কে বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, "এ বারে বাড়ী এলে এক নূতন ও সুন্দর জিনিস দেখ্‌তে পাবে।" লাবণ্য চিঠিখানা তার বন্ধু রমাকে দেখিয়েছিল, আর দুজনেই তা নিয়ে অনেক কল্পনা জল্পনা করেছিল। শেষে তারা ঠিক করলো বোধ হয়, গাই বিয়িয়েছে। লাবণ্য তখন বল্লো, "তা হলে বাছুরটা আমি নেব।"

লাবণ্য ও রমা একই গ্রামের মেয়ে ; আর এই তিন বছর এক সঙ্গে স্কুলে থেকে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়েছে। লাবণ্যের বাবা ছিলেন কন্ট্রাক্টর। রমার মাবাপ মারা গিয়েছিল বলে সে তার বড় ভাইয়ের কাছে থাকতো ; আর তার ভাই ছিল দোকানদার। মেয়ে দুটীর বাড়ী কাছাকাছি ছিল।

স্কুলের সমবয়স্ক বন্ধুদের ও প্রিয় শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক দল মেয়ে ষ্টেশনের দিকে হেঁটে চল্লো। বিদায় নিতে গিয়ে তাদের মনে একটু দুঃখের ছায়া পড়েছিল বটে, কিন্তু যখন তারা রেল গাড়ীতে উঠে বস্‌লো, তখন তাদের মুখ আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। গাড়ী ছেড়ে দিলে তারা পরস্পর নানা কথা বল্‌তে লাগ্‌লো।

এক জন বল্লো, "এখন কিছু দিনের জন্য ত পড়াশুনা বন্ধ থাকবে, এতেই আমি খুসী"।

আর একজন বল্লো, "রোজ রোজ কত ঘসা-মাজা, কত ঝাঁট-পাট ও ধোয়া-ধোয়ি—সে সব ত বন্ধ থাকবে"!

লাবণ্য বল্লো, "আমাকে যা বলা হয়েছে, যদি মনে রেখে তা করতে পারি, তবেই ত ভাল। ভুলে যাই বলে কত বকুনি খাই।"

রমা তখন জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, ঠিক করে বল্‌তো লাবণ্য, ছুটিতে বাড়ী বসে কি করবি"?

লাবণ্য উত্তর দিল, "ঘরকন্নার কাজে যা পারি মার সাহায্য করবো। আমি কেমন রাঁধতে শিখেছি মা দেখতে পেলে ভারী খুসী হবেন।"

রমাও বল্লো, "আমিও ভাই, ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করবো; কিন্তু যদি কিছু পয়সা বাঁচাতে পারি, তবে গুরুমা যেমন শিখিয়েছেন, সেই রকম একটা জামা (জ্যাকেট) আমার জন্য তৈয়ার করবো।"

লাবণ্য আবার বল্লো, "কিন্তু ভুলে যাস্‌ না রমা, আমরা রোজ রোজ একটু একটু পড়তে প্রতিজ্ঞা করেছি। অনেক কাজ নিয়ে ত ব্যস্ত থাক্‌তে হবে, কিন্তু দুজনে মিলে খেল্‌বারও যথেষ্ট সময় পাবো।"

কথাবার্ত্তায় সময় খুব শীঘ্রই কেটে গেল। যখন রেলগাড়ী গিয়ে তাদের গ্রামের ষ্টেশনে থাম্‌লো, তখন লাবণ্য গাড়ী থেকে নেমেই তার বাবাকে দেখ্‌তে পেলো। তিনি লোকদের কাছে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বেচ্‌তেছিলেন। সে দৌড়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে বল্লো, "বাবা, নতুন জিনিষটা কি? বাছুর না কি?"

তার বাবা বল্লেন, "না লাবণ্য, বাছুরের চেয়ে অনেক ভাল জিনিস।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চল্লো, আর ভাব্‌তে লাগ্‌লো, এ নূতন জিনিসটা কি? বাড়ীর কাছে পৌছিলে সে দেখতে পেল, তার মা দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ; আর তাঁর পাশে তাঁর বড় বোন পূর্ণিমা একটী ছোট ছেলে কোলে করে রয়েছে। লাবণ্য যখন কাছে এলো, তখন ছেলেটী বড় বড় চোক করে তার দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো, আর মায়ের আঁচল জড়িয়ে ধরলো। ছোট ছেলেটী দেখে লাবণ্য ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল, আর ভাবলো, এই তা হলে নতুন জিনিস। সে তার দিদি পূর্ণিমাকে ভাল-বাসতো, কিন্তু একটু একটু ভয়ও করতো ; কারণ পূর্ণিমা ছিল ডাক্তার, আর সংসারের অনেক বিষয় জান্‌তো ও বুঝতো। সে তার ভগ্নীপতিকেও (পূর্ণিমার স্বামীকেও) ভালবাসতো। তিনিও ছিলেন ডাক্তার। এই সময়ে নিজের কাজ ফেলে তিনি শ্বশুরবাড়ী আস্‌তে পারেন নি। লাবণ্য তার দিদিকে ত বেশ জানে, কিন্তু এই ছোট খোকাটীকে আগে কখনও দেখে নি। যা হ'ক অল্পক্ষণের মধ্যেই খোকা তার মন অধিকার করে বস্‌লো।

বাড়ীতে বেশ আমোদে দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো। একদিনও কিন্তু লাবণ্য মাকে রান্না দেখাতে সুযোগ পেল না, আর স্কুলের বইগুলির কথা একেবারেই ভুলে গেল। রমা রোজই সকাল-বিকেল লাবণ্যের কাছে আসে, কিন্তু দুজনে মাদুর বিছিয়ে খোকাকে নিয়ে খেলা করে, তার হাসি ও হাত-পা নাড়া-চাড়া দেখে। তারা দুজনে খুব চায় যে, খোকাকে কোলে নিয়ে বেড়াবে ও তাকে জড়িয়ে ধরবে ; কিন্তু পূর্ণিমা তা করতে দেয় না, খোকাকে এক্‌লা এক জায়গায় ফেলে রাখ্‌তে চায়, আর কত কি অদ্ভুত কাজ করে। ঠিক তিন ঘণ্টা অন্তর সে ছেলেকে খাওয়ায়—কেঁদে খুন হলেও তার আগে দেয় না। কোন রকম মিঠাই বা পিঠে সে ছেলের হাতে দেয় না। ছেলেটীর পেটেও কোন পোড়া বা ফোস্কার দাগ নাই। আর পূর্ণিমা বলে, ছোট ছেলেমেয়েদের পেট ব্যথা ভাল করবার জন্য ফোস্কা করার চেয়ে আরও ভাল উপায় আছে। তার কাছে ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে একখানা ছোট বই আছে। সেখানাই সে সর্ব্বদা পড়ে, আর বইয়ের নিয়ম মত চলে। তার মাও মনে করতেন, পূর্ণিমার কোন কোন কাজ একটু নূতন রকমের, কিন্তু সে জন্য মেয়েকে কোন কথা বল্‌তেন না। তিনি খুব বেশী লেখা পড়া জান্‌তেন না, কিন্তু পূর্ণিমার ছোট বইখানার প্রশংসা করতেন। আর ছোট খোকাটী

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল ছিল বলে তিনি পূর্ণিমার কোন কাজে আপত্তি করতেন না। খোকাকে সকলে অজিৎ ব'লে ডাকতো।

এক দিন খোকা ঘুমুচ্ছে, আর লাবণ্য তার কাছে বসে তাকে দেখছে। ছোট অথচ মোটা হাত দুখানি সে মাথার দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, আর তার মোটা-সোটা শরীরটী বেশ দেখাচ্ছে। পূর্ণিমা সে সময়ে লেশ বুনতেছিল, এবং হঠাৎ মাথা তুলে বোনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লো, "লাবণ্য, বসে বসে কি ভাবছিস রে?"

লাবণ্য একটু হেসে বল্লো, "আমি চাই, আমার বিয়ে হলে আমারও যেন এ রকম একটী ছেলে হয়; তা হলে ভারী মজা হবে—তার সঙ্গে খেলা করবো, তাকে কাপড় পরাবো, হাটতে শিখাবো, তাকে কোলে নিয়ে বেড়াবো, আর দেখবো রোজ রোজ কেমন বড় হচ্ছে—কত যে তাকে ভালবাসবো!"

পূর্ণিমা হাতের কাজ রেখে দিয়ে ছোট বোনটীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো, "শুধু ঐ টুকু করবি, আর কিছু করবি না?"

লাবণ্য একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিল, "কেন, তাকে খাওয়াব, ধোয়াব আর পরিষ্কার রাখবো।"

পূর্ণিমা তখন বল্লো, "শোন্ লাবণ্য, তোকে একটা সত্য গল্প বলছি। একটী ছোট মেয়ে ছিল। সে ঠিক তোরই মত একটী ছোট ছেলে চাইত। হিন্দুদের মত খুব অল্প বয়সেই তার বিয়ে হলো। আর যখন সে মাত্র তের বছরের, তখন তার একটী ছেলে হলো। সে ছেলেটীকে যা ভালবাসতো, সে কথা আর কি বলবো! ছেলেটী ছিল যেন একটী জ্যান্ত পুতুল; আর এত কম বয়সে মা হয়েছিল বলে ছেলের জন্য তার মনে একটু অহঙ্কারও ছিল। কিন্তু ছেলের অসুখের সময়ে সে যত্ন নিতে জানতো না। আর কেমন করেই বা সে জানবে! একে তার নিজের বয়স ছিল অল্প, তাতে কেউ তাকে শিখায় নি। ছেলেটীর খুব অসুখ করতো। তার শাশুড়ী ও পাড়াপ্রতিবাসীরা যা বলতো, প্রাণপণে সে তাই করতো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ক্রমে ছেলেটী শুকিয়ে যেতে লাগলো। শেষে এক দিন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভাল করতে পাল্লেন না। ছেলেটী মারা গেল। এই মা যে ছেলেটী হারালো তার কারণ এই, সে শিশুপালন করতে শেখে নি।"

লাবণ্য এ গল্পটী শুনে বলে উঠ্‌লো, "ভারী দুঃখের বিষয়! আচ্ছা, দিদি, মাকে কি শিশুপালন করতেও শিখ্‌তে হয়?"

তার দিদি আবার বল্লো, "আর এক জন মার কথা শোন্। সে তার ছেলেকে এত ভালবাস্‌তো যে, ছেলেকে সুখী রাখ্‌তে না করতো এমন কাজ নেই। ছেলেটী কোন কিছু না পেলে রাগ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিত ও পা ছুড়্‌তো। তার মা তখন হেসে হেসে বল্‌তো, 'দেখো ত কেমন চালাক ছেলে!' শেষে ছেলে যা চাইত, তাই দিত। ক্রমে বড় হয়েও সে যা চাইত, তা পেত। তার মা তাকে শাসনও করতো না, বাধ্য হতেও শিখাতো না। মার এ রকম ভালবাসা পেয়ে সে কি মাকে ভালবাস্‌তো? মোটেই না। সে তার মার ইচ্ছার বিষয়ে মোটেই চিন্তা করতো না, বরং তার মার উপরে চাকরের মত হুকুম চালাতো। শেষে সে এক জন প্রসিদ্ধ মাতাল ও জুয়াড়ী হয়ে উঠ্‌লো। আর তার চেহারা ও কথাবার্ত্তা এমন কুৎসিত হলো যে, ছেলেমেয়েরা তাকে আস্‌তে দেখ্‌লে ভয়ে পালিয়ে যেতো। তার মাও তাকে ভয় করতো, কিন্তু সময়ে সময়ে একাকী বসে কাঁদতো। যখন মার মনে হতো, আমাদের অজিতের মত তার মোটা-সোটা ছেলেটীকে ছোট বেলা কেমন ভালবাস্‌তো, তখন তার প্রাণ ফেটে যেতো। কিন্তু ছেলের প্রতি কি তার যথার্থ ভালবাসা ছিল? তুই কি মনে করিস্, লাবণ্য? তার ভালবাসা ছিল নির্ব্বোধের মত চিন্তাশূন্য ভালবাসা। সে মোটেই জান্‌তো না যে, ছেলেকে নিঃস্বার্থ, বাধ্য ও সংযত হতে শিখাতে হবে।"

লাবণ্য এ পর্য্যন্ত শুনে বলে উঠ্‌লো, "আচ্ছা, দিদি, তুমি কি ওপাড়ার ঘোষেদের ছেলে শরতের কথা বল্‌ছো না কি? সে ত ঠিক তার মার সঙ্গে ঐ রকমই করে। আমি ত তাকে আস্‌তে দেখলেই দৌড়িয়ে পালাই।"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "হাঁ, বোন, আমি তার কথাই বল্‌ছি। সে ছেলে বেলা কেমন সুন্দর ছিল! আর তার মার কোলে বসে কেমন হাস্‌তো! আহা, মা যদি যথার্থই ছেলেকে যত্ন ও পালন করতে জান্‌তো, তা হলে শরৎ আজ অন্য রকম মানুষ হতো।"

এ কথা শুনে লাবণ্য কতক্ষণ গম্ভীর ভাবে চুপ করে থেকে শেষে বল্লো "আমি মোটেই চাই না যে, আমার ছেলেটী শরতের মত দুষ্ট হবে, তার

চেয়ে বরং ঐ প্রথম মায়ের ছেলেটীর মত মরে যাওয়াও ভাল। আচ্ছা, দিদি, বল দেখি, আমরা এ সকল বিষয় কেমন করে শিখ্‌তে পারি? ছোট ছেলেদের জীবনে যে নানা রকম ঘটনা ঘটে, তা কি ভাগ্যের ফল নয়? হতে পারে, কপালে যা আছে, তা তারা খণ্ডাতে পারে নি?"

পূর্ণিমা একটু ব্যগ্র হয়ে লাবণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে বল্লো, "শোন্ বোন, কপাল টপাল কিছু নয়। যখন স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করে শিশুদিগকে পৃথিবীতে আনে, তখন তারা ঐ ছেলেমেয়েদের জন্য দায়ী। ঈশ্বরই মাদের হাতে শিশুদিগকে দেন, আর শিশুদিগকে তারা কি ভাবে পালন করে ও শিক্ষা দেয়, এক দিন তার নিকাশ দিতে হবে। আমরা শিশুদিগকে ভালমানুষ হতে বাধ্য করতে, কিম্বা তাদের রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করতে পারি না বটে, কিন্তু সকল বিষয়ে তাদের ভাল করতে সাধ্য মত চেষ্টা করতে পারি।

"আচ্ছা, এখন আর এক জন মায়ের কথা শোন্। এ স্ত্রীলোকটী ছিল খাঁটি মা। আমি যখন কলেজে পড়তেম, তখন সে ছিল আমার বন্ধু। আমি তাদের বাড়ী যেতে খুব ভালবাসতেম। সে ছিল খ্রীষ্টীয়ান, আর আঠার বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। এখন তার চারিটী ছেলেমেয়ে, বড় ছেলেটীর বয়স দশ বছর। সে তাদের খুবই ভালবাসে, তাদের সঙ্গে খেলাও করে; কিন্তু সে কখনও ছেলেমেয়েদের যা তা খেতে দেয় না, যা তাদের পক্ষে ভাল, কেবল তাই খেতে দেয়, অথচ ঠিক নিয়ম মত খাওয়ায়। সে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকৃতে শিখায়—মন ও শরীর এ দুইয়ের শুচিতা শিখায়। ছেলেরা কোন কিছু চাইলেই অমনি পায় না, তাদের পক্ষে যা ভাল, কেবল তাই তারা পায়। তারা মাকে খুব ভক্তি করে, আর সব সময়ে মার কথা শোনে। মা ছেলেমেয়েদের দিকে চোক রাখে, এবং কারও কোন রোগের লক্ষণ দেখ্‌লেই অমনি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ও ডাক্তারের কথামত কাজ করে। সে তাদের জন্য প্রার্থনা করে ও তাদিগকে প্রার্থনা করতে শিখায়। এ জন্য তারা ছেলেবেলা থেকেই যীশুকে চিনেছে ও ভালবাসতে শিখেছে। জানিস্ কি বোন, কেমন করে সে একা এ সব করে? আমি জানি, সে এ সব করে, কারণ সে যীশুকে ভালবাসে এবং নিজে খুব ভাল ও দয়াবতী। আমার মনে হয়, সে এক জন স্বর্গদূত।"

এ কথা বল্‌তে বল্‌তে পূর্ণিমা ছোট অজিতের দিকে চাইল, আর তার

চোক দিয়ে ছল ছল করে জল পড়তে লাগ্‌লো। শেষে সে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠ্‌লো, "আমি খুব চাই, এই মায়ের মত হতে; আর চাই, যেন আমার ছেলেটী নিঃস্বার্থ ও চরিত্রবান হয়।"

লাবণ্য কতক্ষণ কিছু বল্লো না, মাথা হেঁট করে গম্ভীর ভাবে বসে রইল। শেষে একটু দুঃখিত ভাবে সে বল্লো, "না, দিদি, আমি ওরকম হতে পারবো না। খাঁটি মা হতে গেলে কি বাস্তবিকই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকা হতে হয়? তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে, আমার ছেলে দিয়ে দরকার নেই।"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "আমারও কতকটা ঐ রকম মনে হচ্ছে। অজিতের দিকে চেয়ে ভারী দায়িত্বের কথা মনে করে আমার ভয় হয়। কিন্তু এ বিষয়টার আর একটা দিক আছে। স্ত্রীলোকদের এ কাজ বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্য ও প্রশংসনীয়; ছোট ছোট শিশুকে পৃথিবীতে এনে যথার্থ মানুষ করা, সবল, চরিত্রবান ও সুন্দর স্ত্রীপুরুষ করে তোলা অপেক্ষা বড় কাজ কি সংসারে আর আছে? ঈশ্বরই এ মহৎ কাজটী করতে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করেছেন; আর কেবল স্ত্রীলোকেরাই এ কাজ করতে পারে।"

পরে লাবণ্যের দিকে চোক তুলে খুব আগ্রহের সহিত পূর্ণিমা বল্লো, "আমি বোন, জগতের সমস্ত ধনসম্পত্তি ফেলে এ মহৎ কাজটা করতে চাই, আর খুব ভাল করেই করতে চাই। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাণী না হয়ে, আমি বরং এক জন ধার্ম্মিক মহাপুরুষের মা হতে চাই।"

লাবণ্য এ কথা শুনে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো, "দিদি, তুমি আমাকে এর কোন কোন বিষয় শিখাবে? আমি কারও কাছে এ রকম কথা কখনও শুনি নি।"

পূর্ণিমা বল্লো, "আমিও, বোন, কেবল শিখ্‌তে আরম্ভ করেছি, আর স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটা নিয়ম ছাড়া বড় বেশী কিছু জানি না; কিন্তু যা জানি, আমি তোকে শিখাতে পাল্লে খুসী হব। আচ্ছা, রমা আর তুই যদি রোজ রোজ আমার কাছে শিখিস্, তবে কেমন হয়? ঠিক এ সময়ে যখন খোকা ঘুমাবে, তখন আমি তোদের শিখাতে পারি।"

"বেশ, বেশ, খুব ভাল," বলে লাবণ্য হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো; আরও বল্লো, "আমি জানি, রমাও খুব খুসী হবে। আমি কিন্তু জানতে

ছোট মেটে রঙ্গের মূল (গেড়ো) থেকে ঐ ফুলটা হয়েছিল। তোর মনে নাই, রমা? ফুলটার মধ্যে কেমন সুন্দর চারটা মুকুলের মত ছিল। তিনি তার একটা ভেঙ্গে ভিতরটা আমাদের দেখিয়েছিলেন।"

রমা উত্তর দিল, "হাঁ, বেশ মনে আছে। ফুলটার মাঝখানে একটা সবুজ লম্বা ডাঁটা ছিল; আর তার চারিদিকে সরু ও লম্বা ছয়টা ডালের মত ছিল। ডালগুলির মাথা ছিল হল্‌দে। গুরুমা বলেছিলেন, এ সবুজ ডাঁঠাটা ঐ ফুলের মা। তিনি ওটা চিরে আমাদের দেখিয়েছিলেন যে, ভিতরে একটু একটু সাদা ও সবুজ রঙ্গের ছোট ছোট ডিম আছে। ঐ ডিমগুলি হতে নাকি ছোট ছোট গাছ হবে।"

তখন পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা কল্লো, "কেমন করে ঐ ফুলের ডিমগুলি গাছ হবে জান? গাছ হবার আগে ঐ ডিমগুলিকে জীবনযুক্ত করা হবে। ঐ ছয়টা ডালের গায়ে যে হল্‌দে গুঁড়ো, তা দিয়েই ডিমগুলি জীবন-যুক্ত হবে।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো, "ঠিক বলেছ, দিদি। আমার মনে পড়ছে গুরুমা বলেছিলেন, ঐ হল্‌দে ডাল ফুলের বাবা। ঐ হল্‌দে গুঁড়ো মাঝখানের ডাঁঠাতে গিয়ে পড়ে, আর বালির মত প্রত্যেকটা গুঁড়ো হতেই ভিতরের ডিমগুলি জীবনযুক্ত হয়। তখন ঐ ডিমগুলি হতে চারাগাছ জন্মে। যদি ঐ হল্‌দে গুঁড়ো ডিমগুলিতে না লাগে, তবে শুকিয়ে মরে যায়।"

তখন পূর্ণিমা একটু হেসে বল্লো, "বেশ ত দেখ্‌ছি, তোমরা জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে সুন্দর শিক্ষা পেয়েছ। আমি ভেবেছিলেম, ঐ রকম কোন কোন কথা তোমাদের বল্‌বো, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তা আর বল্‌বার দরকার নাই।"

পরে রমা জিজ্ঞাসা কল্লো, "পাখী ও অন্য জন্তুদের মধ্যে জীবন-উৎপাদনের প্রণালী ফুলের চেয়ে ভিন্ন নয় কি?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই ভিন্ন; কিন্তু সাধারণ নিয়মটা ফুল ও জীবজন্তুর বেলা একই; যেমন আমরা দেখি, ব্যাঙ ও মাছের ডিম তাদের মায়ের শরীরের বাইরে জীবনযুক্ত হয়। তোমরা ব্যাঙাচী (ব্যাঙের বাচ্চা) দেখেছ কি?"

লাবণ্য বলে উঠ্‌লো, "হাঁ, দেখেছি, বড় রাস্তার ধারে ছোট ছোট ডোবাতে দেখেছি অনেক ব্যাঙাচী সাঁতরিয়ে বেড়ায়। সেগুলি কিন্তু কালো, আর তাদের লম্বা লম্বা লেজ আছে ?"

পূর্ণিমা বল্লো, "ব্যাঙাচীও ডিম থেকে জন্মে। মা-ব্যাঙের শরীর থেকে যখন ডিমগুলি বার হয়, ঠিক সে সময়ে বাবা-ব্যাঙের দ্বারা সেগুলি জীবন-যুক্ত হয়। আর তার পরে লালাযুক্ত ডিমগুলি ক্রমে ক্রমে ব্যাঙাচী হয়। শেষে ব্যাঙাচীগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ হয়ে যায়।"

রমা এ কথা শুনে বল্লো, "আমি ত জান্‌তুম না যে, ডিম থেকে ব্যাঙাচী হয়!"

পূর্ণিমা আবার বল্লো, "মাছও ডিম থেকে হয়। তোমরা ত অনেক মা-মাছের পেটে ডিম দেখেছ, দেখ নাই কি ?"

লাবণ্য উত্তর দিল, "হাঁ, দেখেছি। এক একটা মাছের পেটে ছোট ছোট অনেক ডিম থাকে।"

পূর্ণিমা আবার বল্‌তে লাগ্‌লো, "যেখানে জল বেশ স্থির, এমন জায়গায় জলের মধ্যে কাদা-মাটি সরিয়ে মা-মাছ বেশ গোল একটা গর্ত্ত বা বাসা তৈয়ার করে। মাছের বাসাকে কোন কোন অঞ্চলে খরি বা খনি, আর কোন কোন অঞ্চলে খোর বা আতাল বলে। এই বাসাতে মা-মাছ ডিম পাড়ে। ডিমগুলি জলের চেয়ে ভারী বলে ডুবে মাটীতে পড়ে থাকে। বাবা-মাছ ঐ ডিম দেখ্‌তে পেলেই অমনি চলে আসে, আর নিজের শরীর থেকে এক প্রকার রস ডিমের উপরে বার করে দিয়ে ডিমগুলি জীবনযুক্ত করে। তার পরে ব্যাঙাচীর মতই ডিমগুলি মাছ হয়ে যায়।

"পাখীদের প্রণালী কিন্তু অন্য রকম। তোমরা দুজনেই ত মুরগীকে বাচ্চা তুল্‌তে দেখেছ; মুরগীর ডিম থেকে কেমন করে বাচ্ছা হয়, তা কতকটা জান।"

লাবণ্য বল্লো, "হাঁ, জানি। মা-মুরগী ডিম পাড়ে। ডিম পাড়া শেষ হলে সে ডিমের উপরে বসে তা দেয়। তিন সপ্তাহ পরে ডিমের খোলা ভেঙ্গে ভেতর থেকে বাচ্চা বার হয়।"

তখন পূর্ণিমা আবার বল্লো, "ডিমগুলি মা-মুরগীর শরীরের মধ্যে থাক্‌বার সময়ে, ডিমের উপরে খোলা হবার আগেই মোরগের দ্বারা জীবনযুক্ত

হয়। যে ডিম জীবনযুক্ত হয় না, তার বাচ্চাও হয় না। ডিমের মধ্যে কেমন করে বাচ্চা বাড়ে, তা লক্ষ্য করতে বেশ আমোদ লাগে। প্রথমে দেখ্‌তে পাবে, ডিমের কুসুমের উপরে একটা সাদা গোল দাগ পড়বে। এক দিন পরে ডিমটী যদি বেশ গরম ও একটু স্যাৎসেতে হয়, তবে ঐ গোল দাগটা বড় ও একটু লম্বা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দিনে ছোট বাচ্চার মাথা ও পেট দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তিন দিন পরে বাচ্চার হৃৎপিণ্ড নড়তে থাক্‌বে এবং কুসুমের উপর দিয়ে সরু রক্তের রেখা একটু একটু চল্‌বে। ষষ্ঠ দিনে বাচ্চার ডানা ও পা চিন্‌তে পারা যাবে এবং চামড়ার উপরে যেখানে যেখানে পালক হবে, তাও বুঝতে পারা যাবে। এ সময়ে বাচ্চা কি খায়, বল দেখি ?"

দু'জনেই চুপ করে রইল, এক জনও বল্‌তে পারলো না। তখন পূর্ণিমা বল্লো, "তোমরা বল্‌তে পাল্লে না। ডিমের মধ্যে যে সাদা লালা ও কুসুম থাকে, তাই বাচ্চা খায়। ছোট বাচ্চার খাবার জন্যই কুসুম ও লালা ডিমের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই। ডিমের খোলাতে খুব সরু সরু ছিদ্র আছে, তার মধ্য দিয়া বাতাস যায় বলে, বাচ্চা ভিতরে থেকে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। জ্ঞানময় ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল ! কেমন সুন্দর করে তিনি সকলই ঠিক করে দিয়েছেন ! ডিমের ভিতরে যে খাবার জিনিস থাকে, তা মা-পাখী নিজ শরীর থেকেই যোগিয়ে দেয় ; তার পরে বাসার মধ্যে ডিমের উপরে তিন সপ্তাহ বসে তা দেয়। ডিম ফুট্‌লেও মা-পাখী বাচ্চাগুলিকে রাত্রিতে ডানার নীচে গরমে রাখে, আর দিনের বেলা তাদের খাবার যোগাড় করে দেয়।"

রমা বল্লো, "মুরগী বাচ্চাগুলির খুবই যত্ন নেয়।"

পূর্ণিমা তখন বল্লো, "আচ্ছা, এখন আমরা সব চেয়ে আশ্চর্য্য আর এক রকম জন্ম ও বৃদ্ধির কথা বল্‌বো। তোমরা বল্‌তে পার, বিড়াল ও কুকুরের বাচ্চা কেমন করে হয় ?"

লাবণ্য উত্তর দিল, "বিড়াল-কুকুরের বাচ্চা ত আর ডিম থেকে হয় না। মা-বিড়াল ও মা-কুকুরের শরীরের মধ্যে থেকেই বাচ্চারা বাড়ে।"

পূর্ণিমা বল্লো, "বিড়াল ও কুকুরের বাচ্চাও ডিম থেকে হয়, কিন্তু এ ডিমগুলি এত ছোট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

এ ডিমের উপরে খোলা নাই; এজন্য বাতাসে বার করে রাখ্‌লে শীঘ্রই নষ্ট হয়। এ ডিমের জন্য মা-কুকুর ও মা-বিড়ালের শরীরের মধ্যে বাসা বা জরায়ু আছে। এখানে থাক্‌বার সময়ে বাবা-কুকুর বা বাবা-বিড়ালের দ্বারা ডিমগুলি জীবনযুক্ত হয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। খরগোস ও বিড়াল তিন মাসের মধ্যেই বাচ্চা দেয়; কিন্তু জন্মিবার উপযুক্ত হঁতে গরুর বাচ্চার নয় মাস ও ঘোড়ার বাচ্চার এগার মাস লাগে। জন্মিলে পরে বাচ্চাদের মা নিজের দুধ খাওয়ায়।

লাবণ্য এ কথা শুনে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো, "তা হলে মানুষ কি এ শ্রেণীর জীবের মধ্যে নাকি? ছোট ছেলেও কি তা হলে ডিম থেকে হয়?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "হাঁ, ডিম থেকেই হয়, কিন্তু ডিমগুলি এত ছোট যে, ২৪০টা পাশাপাশি রাখ্‌লে এক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। তোর কি মনে আছে, লাবণ্য, কাল খাঁটি মা হওয়া সম্বন্ধে কি বলেছিলেম?"

লাবণ্য উত্তর দিল, "হাঁ, মনে আছে। তুমি বলেছিলে, এর চেয়ে মহৎ কাজ আর নাই। আর ঈশ্বর এই মহৎ কাজের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করেছেন।"

পূর্ণিমা তখন বল্‌তে থাক্‌লো, "তোমরা এখন একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, ঈশ্বর কেমন করে এ মহৎ কাজের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করেন। জন্মকালে প্রত্যেক বালিকার সকল অঙ্গই সম্পূর্ণ, কিন্তু অপরিপুষ্ট থাকে। যার সঙ্গে তার দুই উরুত সংযুক্ত হয়েছে, সেই হাড়ের মাঝখানে আছে জরায়ু; জরায়ুর দুই পাশে অর্থাৎ ডান ও বাঁ দিকে আছে ডিম্বকোষ বা ডিমের বাসা। জরায়ুর সঙ্গে ডিম্বকোষ দুটী ছোট ছোট নল দিয়ে সংযুক্ত রয়েছে; আর ঐ নলের মধ্য দিয়ে ডিমগুলি জরায়ুতে যায়। তের কিম্বা চৌদ্দ বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বালিকাদের এ অঙ্গগুলি পরিপুষ্ট হয় না। কিন্তু যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন ডিম্বকোষের মধ্যে ডিমগুলিও বাড়ে এবং নিয়মমত একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে জরায়ুর মধ্যে যায়। পরে ডিমগুলি জরায়ু হতে বার হবার সময়ে ভিতরের কোমল চামড়ার কিছু কিছু উঠে আসে; আর তাতেই ছোট ছোট রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে যায় ও রক্তস্রাব হয়। বালিকারা বয়স্কা হলে মাসে মাসে এ প্রকার হয়ে থাকে। এতেই তারা জান্‌তে পারে যে, তারা মা হবার যোগ্য হয়েছে।

"এ সময়ে কিন্তু মেয়েদের চালচলন, মেজাজ ও চেহারার বেশ একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। আগের চেয়ে তখন তারা সাম্‌লিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করে এবং তাদের অসতর্ক ও চিন্তাশূন্য ভাব চলে যায়; আর তারা মাধুর্য্যপূর্ণ ও নারীভাবাপন্ন হয়। এ রকম হবার কারণ এই যে, তখন তাদের জরায়ুর মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য পদার্থ জন্মে। আর সেই পদার্থ রক্তের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত শরীর পরিবর্ত্তন করে দেয়। তোমরা এখন বেশ বুঝতে পার, সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন করে আমাদিগকে মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করেন।

"মেয়েদের জীবনের এ সময়কার কয়েকটী বিষয় তোমাদের বল্‌তে চাই। তোমরা কথাগুলি মনে রেখ;—

(১) মেয়েদের এ বিষয়টী অতি পবিত্র এবং আমাদের দেশে লোকে সচরাচর যেমন করে থাকে, সে প্রকার প্রকাশ্যভাবে এ নিয়ে বলাবলি করা উচিত নয়। মনে রেখ, এ সুন্দর ও গোপনীয় বিষয়টী কেবল মেয়ে ও তার মা ছাড়া আর কেউ যেন জান্‌তে না পারে।

(২) যদিও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কোন একটী মেয়ের অঙ্গ এতদূর পরিপুষ্ট হয়েছে যে, সে মা হতে পারে, তবুও তার কয়েক বৎসর অপেক্ষা করা উচিত, যেন তার সমস্ত অঙ্গ পরিপক্ক ও সবল হয়। অনেকবার দেখা গিয়েছে, কোন কোন বালিকা অপরিণত বয়সে মা হয়। আর ছেলের জন্মকালে যে হাড়ের ভিতর দিয়ে ছেলের শরীর বার হয়, তা যথেষ্ট পরিপক্ক নয় বলে সেই বালিকা-মা কখনও মারা পড়ে, কখনও বা জীবন-ব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করে। কাল্‌কে বলেছিলেম, ছোট শিশুর কেমন করে যত্ন নিতে হয়, তা মায়ের পক্ষে জানা নিতান্তই আবশ্যক। আর যদি মা নিজেই ছেলেমানুষ হয়, তা হলে সে কি ছেলের যত্ন নিতে পারে ও বুদ্ধিপূর্ব্বক সকল কাজ করতে পারে?

(৩) আমি যেখানে থাকি, সেখানে একটী সংস্কার সমিতি হয়েছে। ইহার উদ্দেশ্য জাতি ও সমাজের উন্নতি। আমরা এ সমিতিতে বিশেষ-রূপে চেষ্টা কচ্ছি, যেন অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার রীতি সমাজ থেকে উঠে যায়। আমরা দেখ্‌তে চাই, প্রত্যেক বালিকাই যেন শারীরিক বল ও মাধুর্য্যে, বুদ্ধি ও মনের সৌন্দর্য্যে পরিপক্ক হতে সুযোগ পায়,

তা হলে তাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে বলবান ও সাহসী স্ত্রীপুরুষ হতে পারবে।”

লাবণ্য এ কথা শুনে বলে উঠলো, “ভারী সুন্দর উদ্দেশ্য! ভাই রমা, আমরাও স্কুলে গিয়ে একটা সংস্কার সমিতি করবো। আচ্ছা, দিদি, আর কি কি সংস্কার করবার আছে?”

পূর্ণিমা হেসে বল্লো, “অত কথা কি আর এখন বলা যায়? আমি বাড়ী গিয়ে আমাদের ছাপান কাগজ দু'একখানা পাঠিয়ে দেব, তা পড়ে দেখিস্।

“কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাতৃত্ব সম্বন্ধে যা বলেছি, এখন তার পরের কথা বল্‌ছি। বিয়ের পরে মার শরীরের মধ্যস্থ ডিমগুলি বাবার শরীর হতে নির্গত রস দ্বারা জীবনযুক্ত হয়ে মার জরায়ুর মধ্যেই বাড়তে থাকে। জরায়ুও সেই সঙ্গে বড় হয়। এ সময়ে ছোট শিশু কেমন একটু একটু করে বাড়ে ও পরিবর্ত্তিত হয়, কেমন ক্রমে ক্রমে তার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে মানুষের আকৃতি ধারণ করে, আমরা এ সকল কলেজে পড়বার সময়ে শিখেছি। একটু আগেই আমি মুরগীর বাচ্চার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধির কথা বলেছি। মায়ের রক্ত হতেই শিশুর খাদ্য সংগৃহীত হয়, আর বর্দ্ধনশীল ছোট জীবনটী নয় মাস মায়ের শরীরের মধ্যে উষ্ণ ও রক্ষিত থেকে, এক দিন যথেষ্ট সবল হয়ে নূতন প্রাণীরূপে বাইরে আসে। অল্প কয়েক দিনের ছোট ও অসহায় শিশু কি কখনও দেখেছ?”

মেয়ে দুটী মাথা নেড়ে উত্তর দিল, “দেখেছি”।

তখন পূর্ণিমা আবার বল্‌তে থাক্‌লো, “কেউ কেউ বলে, মরণের ন্যায় জন্মও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। আমরা কিন্তু সে কথা ঠিক করে বল্‌তে পারি না। জন্ম অর্থ এই যে, উষ্ণ মাতৃ-জঠরের অজ্ঞান অবস্থা হতে একটা প্রাণী একেবারে নূতন জগতে আসে। তখন তার রক্ত নূতন ভাবে চলাচল করে, তার নিশ্বাস প্রশ্বাস অন্যভাবে বইতে থাকে এবং সে খাদ্যও অন্যভাবে গ্রহণ করে। ছোট শিশুটী যে একেবারে অসহায়, আর নূতন জগতের আবহাওয়ার অভ্যস্ত হতে যে তার অনেক দিন লাগে, এতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অন্য সকল জীবের চেয়ে তাকে খুব বেশী পরিমাণে মায়ের উপরে নির্ভর করতে হয়। এ জন্যই বোধ হয় আমরা ছোট শিশুকে এত ভালবাসি।”

লাবণ্য তখন একটু লজ্জার সঙ্গে বল্লো, "দিদি, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। মায়ের প্রসব বেদনা নাকি অতি ভয়ানক বিষয়; অথচ স্ত্রীলোকেরা ত তা ভয় করে না! তুমিও ত আজ ও সম্বন্ধে কোন কথা বল্লে না!"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "ঐ উপায়েই ত ঈশ্বর মা তৈয়ার করেন। মা-মুরগী কেমন করে বাচ্চাদের যত্ন নেয়, সে কথা কি বলি নি? প্রত্যেক জীবের মা বাচ্চার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত হয়। এ আত্মত্যাগ ছোট ছোট গাছেও করে; যেমন আমরা দেখি, গমের ও ধানের গাছ নূতন জীবন উৎপন্ন করে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যায়। মানুষের মাকেও সন্তানের জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার, এমন কি সময়ে সময়ে মৃত্যুও স্বীকার করতে হয়; কিন্তু খুব অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মা সকল যন্ত্রণা ভুলে যায়। নূতন একটী জীবন পৃথিবীতে আন্‌বার আনন্দে খাঁটি মা অম্লানবদনে যন্ত্রণা ভোগ করে। ঊর্দ্ধস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা যে নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে একটী নূতন জীবনের সৃষ্টিকার্য্যে তাকে অংশীদার করেছেন, ইহা যথার্থই পবিত্র আনন্দ ও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।"

পূর্ণিমা এ সময়ে মেয়ে দুটীর মুখের দিকে চেয়ে বেশ বুঝলো যে, তারা তার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছে এবং মাতৃত্বের পবিত্র ও উচ্চ ভাব অনুভব করে বিস্মিত হয়েছে। তখন সে আস্তে আস্তে বল্লো, "আজ এ পর্য্যন্তই থাক। এখন তোমাদের দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। বল দেখি, একটা মুরগীর ডিম থেকে কি রকম জীব হবে বলে তোমরা মনে কর?"

লাবণ্য ও রমা একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লো, "কেন, মুরগীর বাচ্চাই ত হবে।"

"আর হাঁসের ডিম থেকে কিসের বাচ্চা হবে?"

"নিশ্চয় হাঁসের বাচ্চা হবে।"

মেয়ে দুটীর ধাঁধা লেগে গেল, এ রকম প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলো না।

তখন পূর্ণিমা আবার জিজ্ঞাসা কল্লো, "তোমরা কি নিশ্চয় বল্‌তে পার যে, মাছের ডিম থেকে মুরগী হবে না, আর হাঁসের ডিম থেকে ব্যাঙাচী হবে না?"

রমা উত্তর দিল, "নিশ্চয় বল্‌তে পারি, নূতন জীব-শিশু তার মায়ের মতই হবে।"

পূর্ণিমা বল্লো, "ঠিক বলেছ। আচ্ছা, মানুষ-শিশু তা হলে কার মত হবে?"

লাবণ্য উত্তর দিল, "বোধ হয়, তার মার মতই হবে।"

পূর্ণিমা আবার জিজ্ঞাসা কল্লো, "তবে সে কি তার বাবার মত মোটেই হবে না?"

লাবণ্য একটু আস্তে আস্তে উত্তর দিল, "বাপমায়ের মতই হবে। মা আমাকে বলেছেন, আমি নাকি তাঁরই মত খুব ধীরে ধীরে শিখি, অথচ দেখ্‌তে অনেকটা বাবার মত।"

শেষে পূর্ণিমা বল্লো, "বেশ, তোমরা দুজনেই এ বিষয়টা চিন্তা করতে থাকো, আমরা সুযোগ মত আর এক দিন আলোচনা করবো। এখন রমা, বল দেখি, তুমি এসেছিলে বলে কি দুঃখিত হয়েছ? আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কি এমন কিছু পেয়েছে যা মন্দ ও অন্যায়?"

রমা মাথা তুলে হাসি মুখে মনের কথা বল্লো, "না, সব কথাই ভারী সুন্দর। আমি এখন মনে কচ্ছি, জীবন সম্বন্ধে সকলই অতি সুন্দর।"

তৃতীয় অধ্যায়।

পরিষ্কার থালা।

সেই দিন রাতের বেলা লাবণ্য শুয়ে জীবনের আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্বন্ধে তার দিদির শিক্ষা অনেকক্ষণ চিন্তা করলো। সবই তার কাছে নূতন ও আশ্চর্য্য বলে বোধ হলো। এ নূতন ও ভারী চিন্তাটা তাকে স্তম্ভিত করলো যে, ছোট বড় সকল জীবের প্রতিনিয়ত উৎপাদনের জন্য সর্ব্বশক্তিমান স্বর্গীয় পিতা অতি সতর্কতার সহিত সকলই নির্দ্ধারণ করেছেন, এমন কি, খোলার ভিতরে ছোট একটী মুরগীর বাচ্চার আহার ও বাতাসের ব্যবস্থা

করেছেন এবং ডোবার মধ্যে ব্যাঙের ডিমগুলিরও তত্ত্ব কচ্ছেন! ঘুমাবার আগে সে ভাব্‌লো, "দিদির কথাগুলি একেবারেই ঠিক। মা হওয়া বাস্তবিকই ভারী আশ্চর্য্য কাজ। আমি মনে করতেম, যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতেম, তবে ভাল হতো; কিন্তু আর ওরকম চিন্তা করবো না।"

ভোর বেলা যখন সে ঘুম থেকে উঠ্‌লো, তখন টের পেল, কি যেন একটা ঘটেছে। অজিৎ খুব কাঁদ্‌ছে, আর তার দাদা মহাশয় তাকে চুপ করাতে চেষ্টা কচ্ছেন। পূর্ণিমা কোথায় চলে গিয়েছে। লাবণ্য তাড়াতাড়ি অজিৎকে শান্ত করালো, তার পরে তার দিদির খোঁজ করতে লাগ্‌লো।

তার মা তখন বল্লেন, "গোপালদের বাড়ীতে একটী স্ত্রীলোকের অসুখ করেছে, তাদের ভয় হয়েছে, হয় ত কলেরা হয়েছে। এজন্য তোমার দিদিকে ডেকে নিয়ে গেছে। আমি তাকে ছেড়ে দিতে ভয় কচ্ছিলেম; কিন্তু সে হেসে আমাকে একটা ওষুধ দেখালো, তাতে নাকি ছোঁয়াচে রোগ হতে দেয় না। আমি ওসব কিছু জানি না। আমি বুড়ো মানুষ, আজ-কালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানা বুঝি না। এখন সে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে বাঁচি।"

দুঘণ্টা কেটে গেল। লাবণ্যের বাবা কতকগুলি বই নিয়ে বাজারে গেলেন। ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ বেশ বেড়ে গেল, তবুও পূর্ণিমা ফিরে এলো না। যাবার আগে সে অজিতের জন্য খাবার তৈয়ার করে রেখে গিয়েছিল। আর লাবণ্য এখন "ছোট মা" হয়ে মনের সুখে অজিতের যত্ন করতে থাক্‌লো; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তার মা ও সে দরজার কাছে গিয়ে দেখতো পূর্ণিমা আস্‌ছে কি না। তাদের মনে এ ভয়ও হয়েছিল, হয়তো কান্নাকাটি শুন্‌তে পাবে।

শেষে যখন তারা দেখ্‌লো পূর্ণিমা আস্‌ছে, তখন তাদের মন সুস্থির হলো। পূর্ণিমা কিন্তু থাক্‌বার ঘরে ঢুক্‌লো না, তাড়াতাড়ি পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্লো, আমি স্নান করতে ও কাপড় ধুতে যাচ্ছি। না ডাক্‌লে আমার কাছে আসিস্ না, লাবণ্য।"

স্নান করা ও কাপড় ধোয়া শেষ হলে লাবণ্য সে ঘরে গিয়ে টের পেল, ঘর থেকে কি এক রকম তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। দুধের মত সাদা ও পাতলা এক রকম দাওয়াই ঘরের মেঝেতে তার দিদি ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই গন্ধ।

পূর্ণিমা তার বোনকে বল্লো, "ঐ জিনিসটার নাম ফিনাইল। ওতে আমার হাত খুব ভাল করে ধুয়েছি, আর আমার কাপড়ও ঐ গামলায় করে ওতে ভিজিয়েছি। যদি ঐ জিনিসটা না থাকৃতো, তা হলে আমাকে অনেকটা সাবান ও গরম জল ব্যবহার করতে হতো। এ রকম করে কলেরা রোগের জীবাণু মেরে ফেল্‌তে হয়, যেন আর কারও ঐ রোগ না হতে পারে।"

লাবণ্য জিজ্ঞাসা কল্লো, "জীবাণু কি, দিদি? সেই স্ত্রীলোকটা মরে গেছে নাকি?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "না, মরে নি। বোধ হয় সে ভাল হয়ে যাবে। আজকে তা হলে তোদের কাছে জীবাণুর কথা বল্‌বো। আমি এখন একটু ক্লান্ত হয়েছি, আর অজিতকেও দেখ্‌তে হবে। খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা বস্‌বো, কেমন?"

খাওয়া দাওয়ার পরে রমা এলো। তখন পূর্ণিমা সকল কাজ সেরে তাদের কাছে বসে বল্‌তে লাগ্‌লো, "তোমাদের কাছে জীবাণুর কথা বল্‌তে চেয়েছি। আচ্ছা, এখন শোন। খুব ছোট ছোট জ্যান্ত পোকা শরীরে ঢুকে নানা রোগ জন্মায়। সেগুলি কিন্তু খালি চোকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পোকাগুলি নানা রকমের—এক এক রোগের এক এক প্রকার পোকা থাকে। ডাক্তারেরা ভিন্ন ভিন্ন পোকার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন, কিন্তু সবগুলির সাধারণ নাম "জীবাণু।" আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পোকা দেখে কোন্ রোগের জীবাণু তা জান্‌তে পারি; রোগীর রক্ত, মল ও থুথু পরীক্ষা করে বলে দিতে পারি, রোগ কিসে হয়েছে। লোকে যদি সতর্ক না হয়, তবে এক জনের শরীর থেকে ঐ পোকা অন্যের শরীরে যেতে পারে। ইহাই রোগ বিশেষের ছোঁয়াচে হওয়ার অর্থ। কোন কোন রোগের জীবাণু নাক ও গলা দিয়ে শরীরের ভিতরে যায়; যেমন যক্ষ্মা, বসন্ত ও সর্দ্দি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার দ্বারা একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে যায়, অর্থাৎ ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটা মশায় খেয়ে যদি অন্য লোককে খায়, তা হলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হবে। কলেরার জীবাণু মুখ দিয়ে শরীরের মধ্যে যায়। এ কথার অর্থ কি, বোঝ? মনে কর, ঐ কলেরা আক্রান্ত স্ত্রীলোকটীকে দেখে যদি আমি হাতে রোগের জীবাণু নিয়ে

আস্‌তুম, আর যদি ভাল করে হাত না ধুতেম ও কাপড় না ছাড়তেম, কিন্তু কেবল কাপড়ে একটু হাত মুছেই সন্তুষ্ট হতেম, তা হলে এ হাত দিয়ে যে খাবার ধরে খেতেম, তারই সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে জীবাণু যেতো, ও আমার কলেরা হতো।

"অনেকে মনে করে, কোন কোন দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ (মহামারী) পাঠিয়ে দেয়; তাতেই অনেক লোক মরে, কেউ তাদের রক্ষা করতে পারে না। আর খুব দামী উপহার দিয়ে ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে রোগ কমে না। এ প্রকার ধারণা ভ্রম ও কুসংস্কারের ফল। কোন স্থানে কলেরার আক্রমণ অতি ভয়ানক বিষয়; কিন্তু যদি লোকে জান্‌তো, কেন ঐ রোগ হয়, কেমন করে উহা দূর করা যায়, ও কি উপায়ে উহার বিস্তৃতি স্থগিত হয়, তা হলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ রক্ষা হতো। মাছিতে কলেরা ও অন্য কতকগুলি রোগের জীবাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। রোগীর মল, মূত্র, বমি ইত্যাদির উপরে মাছি বসে, আর সেই মাছি আবার গিয়ে বাজারের সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মেঠাইয়ের উপরে কিম্বা লোকের বাড়ীতে ভাত তরকারীর উপরে বসে। এ রকম মাছিবসা কোন রকম খাবার খেলে কলেরা হবার সম্ভাবনা খুবই থাকে।

"আজ সকালবেলা সেই রোগী স্ত্রীলোকটীর ঘরের মেঝে (যেখানে দাস্ত বমি প্রভৃতি পড়েছিল) ও যারা তার সেবা কচ্ছিল তাদের হাত, খুব ভাল করে ফিনাইল দিয়ে ধুইয়েছি, তাকে খেতেও ঔষধ দিয়েছি। আর যে রকম বলে এসেছি, যদি তারা সেই রকম কাজ করে, তা হলে কলেরার জীবাণু নষ্ট হবে, রোগ আর বাড়বে না।"

রমা এ কথা শুনে বল্লো, "তোমার কথা ভোজবাজীর মত শুনাচ্ছে। তুমি কি নিশ্চয় বল্‌তে পার যে, সকল জীবাণু মারা যাবে? আমার শুনে কিন্তু ভয় লাগ্‌ছে।"

পূর্ণিমা হেসে বল্লো, "আমার ভয় লাগ্‌ছে না। আচ্ছা, যক্ষ্মা রোগের কথা শোন। আমাদের প্রাচীন প্রচারক যদু বাবু ঐ রোগে মরেছেন। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, তাঁর কি ভয়ঙ্কর কাশি হয়েছিল এবং তাঁর শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।"

রমা উত্তর দিল, "হাঁ, মনে আছে। আর শুন্‌ছি, তার নাতিটীও নাকি ঐ রোগে মারা গিয়েছে।"

পূর্ণিমা আবার বল্লো, "তোমরা কি বল্‌তে পার নাতিটীর কেমন করে ঐ রোগ হলো? তোমাদের মনে থাকৃতে পারে, যদু বাবু ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেল্‌তেন, কাশ্‌তে কাশ্‌তে রাস্তাঘাটেও ফেল্‌তেন। প্রত্যেক বার থুথুর সঙ্গে হাজার যক্ষ্মার জীবাণু তাঁর ফুস ফুস থেকে বার হতো এবং চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে অনেক সুস্থ লোকের ফুস ফুসে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকৃতো। পরিবার শুদ্ধ সকলেই যে ঐ রোগে মরে নি, ইহাই আশ্চর্য্য। থুথুই নানা মারাত্মক রোগ বিস্তারের অতি সহজ ও সাধারণ পথ।

"রোগ বিস্তারের আর একটা পথ হচ্ছে রোগীদের মল; বিশেষতঃ কলেরা, রক্তামাশয়, হুকপোকা প্রভৃতি রোগীদের মল যদি ঘরের বা রাস্তার পাশে ফেলা যায়, তা হলে ঐ রোগের জীবাণু খুব সহজে অন্য লোকের শরীরে যেতে পারে। কোন কোন অঞ্চলে এ কুপ্রথা আছে যে, লোকে রাস্তার পাশে, পথের মধ্যে যেখানে সেখানে ময়লা করে। এ প্রকার অজ্ঞানতার ফলে গ্রামের মধ্যে নানা রোগ সহজেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে এ জন্য রোগীর মল গর্ত্তের ভিতরে ফেলে সেই গর্ত্ত বুজিয়ে দেওয়া উচিত। আর ছোট বড় সকলের উপযুক্ত পায়খানা ব্যবহার করা উচিত।

"রোগ বিস্তারের আর একটা পথ পানীয় জল। যে পুকুরে রোগীর মল বা জীবাণুযুক্ত কাপড় ধোয়া হয়, তার জল পান বা সেই জলে স্নান করলে রোগ হবেই। দূষিত পানীয় জল অনেক রোগেরই মূল কারণ।"

লাবণ্য তখন জিজ্ঞাসা করলো, "পুকুর ছাড়া যদি অন্য জল না থাকে, তা হলে লোকে কি করবে?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "তোমরা নিশ্চয় জান, কেমন করে দূষিত জল শুদ্ধ করতে হয়। স্কুলে কি এ সম্বন্ধে কখনও শেখ নাই?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো, "হাঁ, আমি জানি। আমার মনে পড়েছে, একবার স্কুল কম্পাউণ্ডের দুটো কূয়োই শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন গুরুমা বলেছিলেন, জল সিদ্ধ করে খেলে আর দোষ থাকৃবে না। এজন্য তিনি সর্ব্বদা দেখ্‌তেন, যেন খাবার জল ভাল করে সিদ্ধ হয়।"

পূর্ণিমা তখন বল্লো, "ঠিক কথা। খুব বেশী উত্তাপে কোন জীবাণু বাঁচে না। দুধও সেজন্য ফুটিয়ে জীবাণুশূন্য করতে হয়, নতুবা শিশু ও পীড়িতদিগকে খেতে দিলে নিরাপদ হয় না। যদি আমাদের সন্দেহ হয় যে, কোন কাপড়ে বা পাত্রে জীবাণু আছে, তাহা হইলে আমরা তাহা সিদ্ধ করি; আর সিদ্ধ করলে আমরা নিশ্চয় জান্‌তে পারি যে, ঐ জিনিসটা জীবাণুশূন্য হয়েছে। সূর্য্যের উত্তাপেও অনেক জীবাণু নষ্ট হয়। প্রচুর পরিষ্কার জল ও সাবান ব্যবহার দ্বারা অনেক রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।"

রমা ইহা শুনে বল্লো, "একবার আমাদের স্কুলে মেয়েদের খোস (পাঁচড়া) হয়েছিল। আমরা গুরুমার কাছে ঔষধ নিতে গেলুম। তিনি ঔষধ লাগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'খোস হওয়া লজ্জার বিষয়। সাবান দিয়ে হাত-পা পরিষ্কার রাখ্‌লে কখনও খোস হয় না'।"

পূর্ণিমা তখন আবার বল্লো, "এখন আমি চাই যে, তোমরা দুজনে খুব চিন্তা করে আমার কথার উত্তর দেবে। আচ্ছা, বল দেখি, আমি যে যে রোগের কথা বল্লেম, সে সকলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কি নিয়ম করা যেতে পারে?"

দুজনেই চুপ করে রইল, আর এক জন অন্যের দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চাইতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। তখন পূর্ণিমা উঠে উনুনের কাছে গিয়ে একখানা কাঁসার থালা নিয়ে এলো। লাবণ্য ভাত খেয়ে থালাখানা না ধুয়েই তাড়াতাড়ি রেখে গিয়েছিল। থালাখানা বোনের হাতে দিয়ে সে বল্লো, "যা ত, লাবণ্য, এখানা ধুয়ে নিয়ে আয়।" লাবণ্যের ধাঁধা লেগে গেল, কেন তার দিদি ও রকম কল্লে, কিছুই ঠিক করতে পাল্লো না। কিন্তু সে কলসীর কাছে গেল এবং জল ঢেলে হাত দিয়ে ঘসে থালাখানা এনে দিল। তখন পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা কল্লো,

"থালাখানা কি পরিষ্কার হয়েছে, লাবণ্য?"

"হাঁ, দিদি, পরিষ্কার হয়েছে।"

"কিন্তু ঐ যে কাল কাল দাগ রয়েছে?"

"ও দাগগুলি ধুলেও যায় না।"

তখন রমা তাড়াতাড়ি বল্লো, "আচ্ছা, আমি ধুয়ে আন্‌ছি।" আর সে থালাখানা নিয়ে উনুনের কাছে গেল এবং উনুন থেকে এক মুঠো ছাই

তুলে তা দিয়ে বেশ জোরে ঘস্‌তে লাগ্‌লো ; তার পরে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে এলো।

থাল্লাখানা দেখে পূর্ণিমা বল্লো, "এবার আরও ভাল হয়েছে, কাল দাগগুলি গিয়েছে, কিন্তু তবুও দেখ্‌তে খুব চক্‌চকে হয় নি। আচ্ছা, এবার আমার পালা, আমি পরিষ্কার করে দেখি।" এই বলে পূর্ণিমা ঘরের ভিতর থেকে একটু তেঁতুল নিয়ে এলো এবং খুব যত্নের সহিত ভাল করে থালায় ঘসে দিল। শেষে একখানা শুক্‌নো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেল্‌লে আয়নার মত চক্‌চক্ করতে লাগ্‌লো। পরে সে আবার জিজ্ঞাসা কল্লো,

"এখন কি পরিষ্কার হয়েছে?"

"হাঁ, হয়েছে।"

"কিন্তু তোমরা ত আগেও বলেছিলে পরিষ্কার হয়েছে। তবে কি নানা রকমের পরিষ্কার আছে না কি?"

তখন লাবণ্য একটু লজ্জিত হয়ে বল্লো, "না, তা নয়; আগে ভাল করে পরিষ্কার হয় নি, যেমন তেমন এক রকম পরিষ্কার হয়েছিল।"

"আচ্ছা, তবে এখনই কি যে রকম হওয়া উচিত, সে রকম পরিষ্কার হয়েছে? মনে কর, যদি কলেরা রোগীর ঘর থেকে থালাখানা আন্‌তুম, তা হলে কি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম যে, ওতে কোন জীবাণু নেই?"

তখন রমা উত্তর দিল, "না; তা হলে ঐ সাদা ওষুধ দিয়ে জীবাণু মেরে ফেল্‌তে হতো, না হলে জলে সিদ্ধ করতে হতো।"

পূর্ণিমা একথা শুনে বল্লো, "ঠিক বলেছ। তোমরা তা হলে আমার কথা বুঝেছ। এখন বল ত রোগ বিস্তার নিবারণ করতে গেলে কি নিয়ম পালন করতে হবে?"

তখন লাবণ্য একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লো, "নিয়মটা বোধ হয় এই—সকল জিনিসই পরিষ্কার রাখ্‌তে হবে।"

ইহা শুনে পূর্ণিমা খুব খুসী হলো এবং থালাখানা রেখে মাদুরে গিয়ে তাদের সঙ্গে বসে বল্লো, "ঠিক বলেছ, তোমরা এখন অনেকটা বুঝতে পেরেছ। ময়লা ও রোগ একই কথা অর্থাৎ ময়লা হয়ে থাক্‌লেই রোগ হয়। ঘরের চারি দিকে ও রাস্তার পাশে যে ময়লা ফেলা হয়, তাতে মানুষের জন্য নানা রোগ ও বিপদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যেখানে সেখানে

যে থুথু ফেলা হয়, তাতেও রোগের অসংখ্য জীবাণু ছড়ান হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অন্য অনেকের শরীরে ঐ জীবাণু যেতে পারে। পুষ্করিণীর ময়লা জল থেকেও হাজার হাজার লোকের শরীরে নানা রোগের বিষ ঢুক্‌তে পারে। শরীরের উপরে ময়লা থাক্‌লে খোস ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ হয়। ছোট ছোট অসংখ্য মাছি পায়ে ময়লা বোঝাই করে উড়ে আসে, আর বাজারের মধ্যে ও লোকের বাড়ীতে খোলা পেলেই ফল, মেঠাই, ভাত, তরকারী ইত্যাদির উপরে বসে। এ জন্য সুস্থ থাক্‌বার প্রথম নিয়ম এই—

পরিষ্কার থাক।

"আর একটী কারণ এই যে, পরিষ্কার থাকা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত। ঐ চক্‌চকে থালার দিকে চেয়ে দেখ। উহা স্ত্রীলোকের কাজ। স্ত্রীলোকেই পৃথিবীকে পরিষ্কার, আলোকময়, উজ্জ্বল ও মধুর করবে।

"অনেক স্ত্রীলোক আছে, ঐ থালাখানা প্রথমে যে রকম এনেছিলেম সেই রকম, নোঙ্গরা। তাদের কাপড় ধূলো-কাদা-মাখা, চুল এলেমেলো ও উকুণে বোঝাই, তাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে ছাই-বালি-মাখা এবং তাদের ঘরেও নানা আবর্জ্জনা। অনেকে আছে, লাবণ্য থালাখানা ধুলে যেমন হয়েছিল সে রকম অর্থাৎ একটু পরিষ্কার। তারা কতকটা পরিষ্কার থাকে, যেন প্রতিবাসীরা তাদিগকে নোঙ্গরা বল্‌তে না পারে। আবার অনেকে আছে, রমা থালাখানা ধুলে যেমন হয়েছিল সেই রকম অর্থাৎ বাইরে পরিষ্কার। তারা ঘর ঝাঁট দিয়ে ঘরের কোণেই ময়লা রাখে, অথবা সাদা শাড়ীর নীচে ময়লা জামা পরে। তারা কিন্তু জগতের সাম্‌নে আপনাদিগকে পরিষ্কার দেখাতে চেষ্টা করে।

"কিন্তু আমি চাই, ঐ চক্‌চকে থালা হবে তোমাদের আদর্শ। তোমরা হবে সত্য সত্যই পরিষ্কার। তোমাদের ঘর, উঠান, কাপড় ও শরীর সকলই যথার্থ পরিষ্কার হবে। আর সকলেই এ রকম হতে পারে। যারা অলস, কেবল তারাই বলে, 'ময়লা জামাটা আর এক দিন পরবো, কেউ ত আর দেখ্‌তে পাবে না।', যখন তোমার সমস্তই একেবারে পরিষ্কার থাকে, তখন তোমার নিজের কেমন ভাল লাগে! তখন তুমি জগতের সাম্‌নে মাথা তুল্‌তে পার।"

"আর একটা কথা শোন। পরিষ্কার থাকা মানে অনেকটা জল এদিক

ওদিক ছড়িয়ে ফেলা নয়। থালাখানা ধুতে লাবণ্য অনেকখানি জল ফেলেছে। চার পাঁচ কলসী জলে স্নান করেও কেউ কেউ অপরিষ্কার থাকে। সাবান মেখে কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে ঘসে শরীর ধুলে এক গামলা জলেই ময়লা পরিষ্কার হয়।

"ঐ পরিষ্কার থালা থেকে আর একটী শিক্ষা পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল বাইরের দিকটা পরিষ্কার রাখ্‌বার কথাই বলেছি, কিন্তু ভিতর পরিষ্কার রাখা আরও বেশী দরকার। শরীর ময়লা রাখার চেয়ে নানা মন্দ বিষয় দিয়ে মন অপরিষ্কার রাখা আরও দোষের বিষয়। ঘর ঝাঁট না দেওয়ার চেয়ে, যারা সেই ঘরে থাকে, তাদের মন কুৎসিত ও লজ্জাজনক বিষয় দ্বারা পূর্ণ রাখা আরও বেশী দুঃখের বিষয়। যারা ঘটি-বাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে ভিতরটা ময়লা রাখ্‌তো, যীশু এক সময়ে তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন; তারা কেবল বাইরের দিকটাই পরিষ্কার রাখ্‌তো, আর ভিতরের পাপ মানুষের দৃষ্টি হতে লুকাতো, কিন্তু বার করে ফেল্‌তো না। ঈশ্বরের দৃষ্টি হতে আমরা কোন মন্দ লুকাতে পারি না।

"আর এক দিন সুযোগ মত এ সম্বন্ধে আরও বল্‌বো। আজকার বিষয় সম্বন্ধে আর একটী কথা বল্‌তে চাই, সে কথাটা হচ্ছে লজ্জাশীলতা। কাল্‌কে বলেছিলেম, আমাদের কোনও কোনও বিষয় শরীরের পক্ষে, স্ত্রীজাতির পক্ষে ও মাতৃত্বের পক্ষে পবিত্র। সেগুলি আমাদের মা বোন ছাড়া আর কারও কাছে না বলাই সব চেয়ে ভাল। আর তাঁদের কাছেও বল্‌তে হবে চুপে চুপে ও গম্ভীর ভাবে।

"খ্রীষ্টীয়ান মেয়েরা পোষাকেও লজ্জাশীলতা দেখাবে। যেমন ঘরে, তেমনি রাস্তা-ঘাটেও সে ভাল করে কাপড় পরবে, যেন সকল সময়ে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখায়। সে স্ত্রীলোকের যোগ্যরূপে বেশ নম্র ও শান্ত-ভাবে কথা বল্‌বে ও কাজ করবে। এমন কিছুই সে করবে না, যাতে অন্যে তার দুর্নাম করতে পারে। এমনও হয়ে থাকে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অজ্ঞানের মত কাজ করে, আর লোকে তার চরিত্রে সন্দেহ করে; অথচ যথার্থপক্ষে সে একেবারেই দোষী নয়। প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান বালিকা হবে ঐ উজ্জ্বল থালার মত। তার শরীর, মন ও চরিত্র হবে খাঁটি, শুচি ও সুন্দর। আজ আর কিছু বল্‌বো না। তোমরা কি ক্লান্ত হয়েছ?"

রমা উত্তর দিল, "আমি ত হই নি। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার লজ্জা হয়েছে। আমি জানি, আমি অলস; আর আমি ঐ রকম পরিষ্কার থাকতে চেষ্টা করি নি। আগে আমি এ বিষয়টী তত দরকারী মনে কত্তেম না। পরিষ্কার থাকা সোজা নয়, ভারী কঠিন; কিন্তু যদি আমি ইহা সুন্দর ও স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কাজ বলে মনে রাখতে পারি, তবে সহজ হতে পারে।"

পূর্ণিমা তখন বল্লো, "রমা, সব সময়ে পরিষ্কার চক্চকে থালার কথা ভেবো; অথবা ঐ সুনীল আকাশের সৌন্দর্য্য বা ফুলের মধুরতা ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করো। স্ত্রীলোকদের ঐ রকম হতে হবে। ফুলের মত স্ত্রীলোকেরা পৃথিবীকে আরও মধুর, আরও পবিত্র করবে। এখন আমাকে সেই পীড়িতা স্ত্রীলোকটীর কাছে যেতে হবে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি, ততক্ষণ তোমরা কি অজিতকে দেখ্বে?"

লাবণ্য খুব আনন্দের সহিত স্বীকৃত হলো। সে এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, কিন্তু যখন তার দিদি ও রমা চলে গেল, তখন সে তাড়াতাড়ি ঝাঁটা নিয়ে সকাল বেলা ঘরের কোণে যে ময়লা জড় করে রেখেছিল, তা পরিষ্কার করে ফেল্লো। আর সেই সময়ে সে চেঁচিয়ে নিজেকে বল্তে লাগ্লো, "তুমি কেমন অলস ও অকাজের মেয়ে! এখন থেকে তুমি সকল কোণই পরিষ্কার রাখ্বে, বুঝেছ ত ছোট গিন্নিটী?"

চতুর্থ অধ্যায়।

"আমার ওষ্ঠাধরের কবাট" (গীত ১৪১; ৩)।

আজ রবিবার। রবিবার এলেই লাবণ্য খুসী হতো। রবিবারে কাজ কর্ম্ম কম থাকতো; তা ছাড়া তার বাবাও বাড়ী থাকতেন। ভোর বেলা গীর্জ্জায় যাবার জন্য তৈয়ার হতে বেশ একটু হুজুক হতো। গীর্জ্জার দ্বিতীয় ঘণ্টা শুন্তে শুন্তে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে, গীর্জ্জায় গিয়ে গান

ও উপদেশ শুন্তে, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে, শেষে আবার হেঁটে বাড়ী ফিরতে তার বেশ ভাল লাগ্‌তো। আবার বিকেল বেলা তার বাবার কাছে বসে দু একটা বাইবেলের পদ মুখস্থ করে, শেষে বাইবেলের গল্প শুন্তে খুব ইচ্ছা হতো। সব চেয়ে তার ভাল লাগ্‌তো গান। তার স্বর বেশ ভাল ছিল, গাইতেও সে ভাল বাসতো। রবিবারে তার প্রাণে গান যেন উথলিয়ে উঠ্‌তো। সে ভাবতো অন্য দিনের চেয়ে রবিবারকেই ঈশ্বর হয়ত বেশী সুন্দর ও আমোদজনক করেছেন।

পরিষ্কার থাকা সম্বন্ধে শিক্ষা পাবার পরের রবিবার রমা পরিষ্কার কাপড় পরে লাবণ্যের সঙ্গে গীর্জ্জায় যাবার জন্য সকাল সকাল তারই কাছে এলো। তখনও গীর্জ্জার দেরী ছিল। এই জন্য দুজনে মিলে গান করতে বস্‌লো। তখন পূর্ণিমা তাদের কাছে এসে হেসে বল্লো,

"আজও কিছু শিখ্‌তে চাও নাকি দুজনে?"

"হাঁ, দিদি, চাই বৈ কি," দুজনে এক সঙ্গেই বলে উঠ্‌লো।

"আচ্ছা বেশ, আগে আমার একটু সাহায্য কর দেখি। বাইবেল থেকে আজ তোমাদের কাছে কথা বল্‌বো। কাগজ কলম নিয়ে আমার জন্য কয়েকটী পদ বার কর।"

তখন লাবণ্য আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করলো, "কোন বিষয়ের পদ দিদি?" আর সে কাগজ কলম আন্‌তে দৌড়িয়ে গেল।

লাবণ্য ফিরে এলে পূর্ণিমা বল্লো, "আমাদের মুখ ও জিহ্বা সম্বন্ধে। তোমাদের দুজনের হাতেই ত বাইবেল আছে। আর তোমরা বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক থেকে পদ বার করতেও জান। প্রথমে গীতসংহিতা বার কর। গীতসংহিতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০টী গীত আছে। আমরা আগাগোড়া গীতগুলি পড়তে পারবো না। আমি যে যে গীতের নাম করবো, সেই সেই গীত বার করবে। তোমরা নির্দ্দিষ্ট পদে জিহ্বা ও ওষ্ঠ এই দুটী শব্দ লক্ষ্য করবে। লাবণ্য লিখ্‌বে জিহ্বা ও ওষ্ঠের দোষের কথা, আর রমা লিখ্‌বে গুণের কথা। এখন বার কর, গীত ১২; ২ পদ। এখানে দোষের কথা কি গুণের কথা আছে, বল দেখি?"

লাবণ্য পদটী পড়ে উত্তর দিল, "এখানে 'চাটুবাদী ওষ্ঠাধরের' কথা আছে। নিশ্চয় ইহা দোষের কথা।"

পূর্ণিমা বল্লে, "বেশ, তবে লেখ। এখন রমা গীত ৬৩; ৩ পদ বার কর। এখানে দেখ্‌তে পাবে গুণের কথা আছে।"

রমা বার করে পড়লো, 'আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে,' আর লিখে নিলো। এ ভাবে গীতসংহিতা হতে আরও কয়েকটী ও হিতোপদেশ হতে কয়েকটী পদ বার করা হলে গীর্জ্জার ঘণ্টা পড়ে গেল।

গীর্জ্জা থেকে এসে খাওয়া দাওয়ার পরে তারা দুজন আবার একত্র হলো এবং যিশাইয়, ইয়োব ও নূতন নিয়ম থেকে কতকগুলি পদ বার কল্লো। শেষে যখন এক একখানা কাগজ লেখা হয়ে গেল, তখন তারা পূর্ণিমার কাছে নিয়ে গেল। পূর্ণিমা দেখে খুসী হয়ে বল্লো,

"বেশ হয়েছে। এখন এগুলি বেছে বেছে ঠিক করে লিখ্‌লে একটা ছোট খাট উপদেশ হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু উপদেশের বচন-রত্ন শেষে ঠিক করবো। আজ সকাল বেলা যা দেখেছি, তা নিয়ে বেশ আরম্ভ করা যাবে। তোমরা কি রাস্তার মধ্যে দুটী স্ত্রীলোককে ঝগড়া করতে দেখেছিলে? আজ এ সুন্দর দিনের সকাল বেলা ওদের ঝগড়া করা আরও অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে। ওরা কেমন চীৎকার করে কুৎসিত গালাগালি দিচ্ছিল! আর কেমন এক জন অন্যের দিকে হাত মুঠো করে দেখাচ্ছিল! লাবণ্য, তোর কাগজে একটা কথা দেখেছি, যা ও দুজনের প্রতি বেশ খাটে। দুজনেই ঝগড়াতে তাদের জিহ্বা খড়্গের মত ব্যবহার কচ্ছিল, ঠিক নয় কি?"

তখন লাবণ্য পড়লো, "তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ" (গীত ৫৭; ৪)।

পূর্ণিমা আবার বল্‌তে থাক্‌লো, "ঠিক কথা। আমরাও সময়ে সময়ে এ দোষে দোষী হই। রাগ হলে খুব সহজে আমাদের মুখ থেকে কঠিন কথা বার হয়, আর তাতে বন্ধুর মনে খড়্গের মত আঘাত করে। শেষে আমরা প্রায়ই সেজন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হই। আমি দুটী বোনকে জানি, যারা এক জন অন্যকে খুব ভালবাসে, অথচ ঝগড়া না করে ও কর্কশ কথা না বলে পারে না। এ রকম আঘাতের ঘা সহজে শুকায় না। রাগের মাথায় হট করে বলা কথা সহজে ভোলা যায় না। আর একটা পদে আছে 'কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে' (হিতো ১৫; ১)।

"তার পরে তোমাদের কাগজে দেখ্‌ছি, মিথ্যাবাদী ওষ্ঠের কথা আছে। এ রকম আরও কতকগুলি কথা আছে; যেমন প্রবঞ্চক ওষ্ঠ, চাটুবাদী

বা তোষামোদকারী ওষ্ঠ, মিথ্যা ও কুটিল ওষ্ঠ, নিন্দাকারী ওষ্ঠ ইত্যাদি। ঈশ্বর এই সকল মন্দ ওষ্ঠের কাজ অত্যন্ত ঘৃণা করেন। বাইবেলে এ বিষয় খুব স্পষ্ট করা হয়েছে। হিতোপদেশ ১২ ; ২২ পদে লেখা আছে, 'মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত।' আবার প্রকাশিত ২২ ; ১৫ পদে লেখা আছে, যে কেহ মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে, সেও প্রতিমাপূজক ও নরঘাতকদের সহিত পবিত্র নগরের বাহিরে থাকিবে। মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনা যে কেমন ভয়ানক বিষয়, তা আমাদের ভাল করে বোঝা উচিত। কেউ কেউ মনে করে, সময়ে সময়ে মিছে কথা বলা দরকার। মনে কর, কাছারিতে তোমার একটা মোকদ্দমা আছে। তুমি জান যে, তুমি সত্যের পক্ষে মোকদ্দমা কচ্ছো, কিন্তু তোমার সাক্ষী প্রমাণের জোর বেশী নেই। এ অবস্থায় যদি তুমি তোমার কথার সঙ্গে দুটো মিথ্যা কথা যোগ কর, তবে তোমার মোকদ্দমা দেখাবেও ভাল, আর সহজে ন্যায়বিচারও হবে। তোমার বিপক্ষ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বল্‌বে। এখন তুমি যদি সত্যটী ভাল করে প্রকাশ করবার জন্য মিথ্যা বল, তবে কি কোন দোষ হতে পারে ? কি মনে কর, রমা ?"

রমা উত্তর দিল, "যদি আমার কথা সত্য নয়, নিশ্চয়ই মিথ্যা। আর যদি মিথ্যা হতে ভাল ফলও জন্মে, তথাপি ঈশ্বর মিথ্যা ঘৃণা করেন।"

পূর্ণিমা বল্লো. "ঠিক বলেছ। কিন্তু নিজের বিষয়ে একটু দেখ। তোমার নিজের কোন বিষয় যেন ভাল দেখায়, এজন্য কি এমন কথা কখনও বল নি, যা খাঁটি সত্য নয় ? এস, আমরা এ বিষয়টী দিয়ে নিজের নিজের জীবন কিছুকালের জন্য অনুসন্ধান করি—

তোষামোদকারী ওষ্ঠ—আমরা কি কখনও লোক ভুলানো কথা বলেছি ? সাম্‌নে প্রশংসা, কিন্তু অসাক্ষাতে নিন্দা কি কারও করেছি ?

প্রবঞ্চক ওষ্ঠ—আমরা লোককে সন্তুষ্ট করতে বা ভুলাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যা রক্ষা করতে চাই নি ? আমরা যে রকম তার চেয়ে কি ভাল বলে দেখাতে চেষ্টা করেছি ?

"এখন চিন্তা করে দেখ, এ বিষয়ে তোমরা দোষী কি নির্দ্দোষ ?" আমাকে উত্তর দেবার দরকার নেই। আমি নিজে দুঃখিত হয়ে বল্‌ছি, ছোট ছোট অনেক প্রবঞ্চনার কথা আমার মনে পড়ছে। আর কয়েকটা

ভারী প্রবঞ্চনাও আমার মনে আছে, যে জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে অনেক কেঁদেছি। একেই গীতসংহিতায় কাল সর্পের বিষ বলা হয়েছে (গীত ১৪০; ৩)। জিহ্বার নীচে মন্দ সাপের বিষের মত মন্দ জিনিস রেখে কৃখনও আমরা ভাল খ্রীষ্টীয়ান হতে পারি না। অন্যেরা শীঘ্রই আমাদের ধরে ফেলে যে, আমরা একেবারে সরল ও সত্যবাদী নয় এবং আমাদের উপরে তারা নির্ভর করতে পারে না। এক জন মার্কিন কবি একটী লোকের বিষয় বলেছেন, 'তার কথা ও কাজ এক সঙ্গে মিলে একই স্রোতের ন্যায় একই জলপথ দিয়ে চলে যায়।' এ আদর্শ আমাদেরও হওয়া উচিত।

"আচ্ছা, আর এক রকম ওষ্ঠের কথা বলি, যিশাইয় ৬; ৫ পদে অশুচি ওষ্ঠাধরের কথা আছে। কালকার পরিষ্কার থাক্‌বার মত আজ-কার এ বিষয়টীও দরকারী। আমার অনেকবার মনে হয়, যদি মুখের অশুচি কথা যথার্থই ময়লা হাত ও কাপড়ের মত দেখ্‌তে পেতুম, তবে খুব ভাল হতো। যে ভাল মার কথা সেদিন বলেছিলেম, তিনি তাঁর ছোট ছেলেকে একবার একটা খারাপ কথা বল্‌তে শুনেছিলেন। তিনি তাকে না বকে ও শাস্তি না দিয়ে জল ও সাবান এনে ছেলের মুখ ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এই করে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে দিলেন, ঐ রকম কথা যথার্থই ভারী নোঙ্গরা।

"আমি যখন ছোট ছিলেম, তখন এক দিন এক জনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেম। একটা ছোট ডোবার কাছে এসে আমরা ভাব্‌লুম, ঐ জল-কাদার মধ্যে হাঁটলে বেশ আমোদ হবে। ডোবার জল বেশ পরিষ্কার ও স্থির ছিল। কিন্তু যখন আমরা জলের মধ্যে হাঁটতে লাগলুম, তখন টের পেলুম যে, জলের নীচে নরম কাদায় পা বসে যায়। আমরা কোন মতে এক রকম হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌লুম এবং শেষে অতি কষ্টে পা ধুলেম। উপরে উঠে আমরা দেখতে পেলেম, হেঁটে ডোবার জল ঘোলা করে দিয়েছি।

"কোন কোন মেয়ে ঠিক এ রকম। তাদের দেখ্‌তে বেশ সুন্দর ও পরিপাটি। তাদের সঙ্গে বেড়াতেও আমোদ হয়। কিন্তু যখন তাদের রাগ হয়, তখন তারা আপনাদিগকে ভুলে যায় এবং তাদের মনের নীচে যে কাদামাটি ঢাকা আছে, তা ছড়িয়ে দেয়। কোন কোন মেয়ে যে রাগ

করে ও উত্তেজিত হয়ে নীচ, কুৎসিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা বল্‌তে পারে, তা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

"আবার অনেকে আছে যাদিগকে বেশ শান্ত-শিষ্ট বলে বোধ হয়, অথচ তারা গোপনে লোকের কাছে কুৎসিত কথা বলে খুসী হয়; যে খারাপ কথা তারা শুনেছে অম্লানবদনে তা বলে এবং পবিত্র বিষয় নিয়ে কুৎসিত তামাসা করে, এমন কি যাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ, তাহাও হাস্‌তে হাস্‌তে বলে ফেলে। আমার খুব ইচ্ছা হয়, এ রকম মেয়েদের ধরে কাল্‌কের থালার মত পরিষ্কার করে তাদের ভিতর থেকে সমস্ত ময়লা বার করে দিই! আহা, যদি তারা বুঝতো, ঐ রকম করে তারা তাদের জীবনই নষ্ট কচ্ছে, তবে বড় ভাল হতো! এ রকম মেয়েরা শেষে যীশুকে মন দিতে পারে বটে, কিন্তু তাদের অশুচি কথা ও মন্দ তামাসা একেবারে ভুল্‌তে পারে না। এ মন্দের দাগ কেবল তাদের নিজেদের ভিতরে নয়, কিন্তু যারা তাদের কথা শুনেছে, তাদের ভিতরেও থেকে যায়; অনুতাপ, প্রার্থনা ও চেষ্টাতে মন অনেকটা সুস্থির হয় বটে, কিন্তু কাল দাগটী একেবারে ওঠে না। সাধু যাকোব বলেছেন, 'জিহ্বা মৃত্যু-জনক হলাহলে পূর্ণ' (৩; ৮)।

"আর যারা খারাপ কথা শুন্‌তে ভালবাসে, তারা কি রকম জান? তাদের মনের মধ্যেই মন্দ আছে। আমরা যদি কোন কথা শুন্‌তে ভাল না বাসি, তবে আমাদের দাঁড়িয়ে শোন্‌বার দরকার নেই। সে সময়ে সাহস করে বলা উচিত, 'আমি শুন্‌তে চাই না' তা হলে লোকে আমাদের বেশী সম্মান করবে।

"কলেজে বসে এক দিন কামিনী নামে আমার এক বন্ধুর সহিত কথা বল্‌ছিলেম। সেই সময়ে আরও দুটী মেয়ে আমাদের কাছে এলো। তারা খুব হাস্‌ছিল। আমাদের কাছে আস্‌বার আগেই এক জন বল্লো, 'তোমার মজার গল্পটা একবার এ দুজনকেও শুনিয়ে দাও না?' তখন অন্য জন গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'না, ভাই, তা পারবো না। ঐ কামিনী দিদির কাছে ওসব গল্প কখনও বলা যায় না।' এ কথা কামিনীর পক্ষে খুব প্রশংসার বিষয় ছিল না কি? তারা জান্‌তো, কামিনীর মন এত শুচি যে, মন্দ গল্প সে শুন্‌তে চাইবে না। এ জন্য তারা তার কাছে বল্‌তেও লজ্জিতা হলো।

"আমাদের সময় আর বেশী নেই। আমি দেখ্‌ছি, লাবণ্যের কাগজে অহঙ্কারী ওষ্ঠ ও তোৎলা বা অস্পষ্টবাক্‌ জিহ্বার কথা আছে। আমরা যা আলোচনা কচ্ছি, এ দুটী তার চেয়ে একটু ভিন্ন; এই জন্য আমরা রমার কাগজখানা আলোচনা করবো। ওষ্ঠের কোন কোন ভাল কাজের কথা বল ত রমা? আমরা রাগী ওষ্ঠের কথা বলেছি, এখন বল ত এর বিপরীত কিছু আছে কি না?"

রমা কয়েক মিনিট চুপ করে কাগজখানা পড়ে বল্লো, "হাঁ, আছে। এই যে লেখা আছে, 'কোমল জিহ্বা অস্থি ভগ্ন করে' (হিতো ২৫; ১৫)। বোধ হয় এ কথার অর্থ এই, ভদ্রভাবে উত্তর দিলে বিবাদ শেষ হয়।"

পূর্ণিমা বল্লো, "ঠিক বলেছ। ঐ কথা প্রথমে শুন্‌তে কেমন কেমন শুনায় বটে, কিন্তু কথাটী সত্য। তুমি যত পার রাগ করে কঠিন উত্তর দাও না কেন, তাতে তোমার শত্রুকে জয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি রাগ থামিয়ে ভদ্র ও সদয় ভাবে কথা বল, তবে সে লজ্জিত হবে এবং বিবাদ সহজেই মিটে যাবে।

"এখন এস, প্রবঞ্চক ওষ্ঠ, মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ ও অশুচি ওষ্ঠকে এক সঙ্গে রেখে 'বিষ' নাম দিই। কেউ বিষ খেলে তাকে হাস্‌পাতালে আনা হয়। আর ডাক্তার তাকে এমন ঔষধ খাওয়াইয়ে দেন, যাতে তার শরীরের মধ্যে বিষের কাজ নষ্ট করে দেয়। এই ঔষধকে প্রতিষেধক বলে। বাইবেলে নিশ্চয় বিষাক্ত জিহ্বার প্রতিষেধক কোন কিছু আছে। যিশাইয়ের যে অধ্যায়ে অশুচি ওষ্ঠাধরের কথা আছে, সেই অধ্যায়টী বার কর। কে ঐ কথা বলেছিলেন?"

রমা উত্তর দিল, "যিশাইয় ভাববাদী। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অশুচি ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট মনুষ্য'।"

তার পর পূর্ণিমা আবার বল্লো, "আচ্ছা, প্রথম চারটী পদ মনে মনে পড়ে বল দেখি, তিনি এ সময়ে কোথায় ছিলেন এবং এমন কি ঘটেছিল, যে জন্য তিনি নিজের অশুচিতা টের পেয়েছিলেন?"

দুজনেই কিছু ক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে লাবণ্য উত্তর দিল, "তিনি মন্দিরের মধ্যে ছিলেন এবং সদাপ্রভুকে উচ্চ সিংহাসনে বসে থাকতে

দেখেছিলেন। আর তাঁর চারি দিকে দূতেরা বলেছিলেন, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু।' সমস্ত মন্দিরটী ঈশ্বরের প্রতাপে পূর্ণ হয়েছিল। ঈশ্বরের পবিত্রতা কি তাঁকে এতদূর পাপী বলে অনুভব করিয়েছিল ?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "হাঁ, তাই বটে। আর সর্ব্বদা ঐ রকমই হয়। ঈশ্বর যতক্ষণ নিজ পবিত্রতা ও গৌরবে আমাদিগকে দেখা না দেন, ততক্ষণ আর কিছুতেই আমরা আমাদের ভিতরে (মনে) পাপ অনুভব করি না। ঐ দর্শনের ফলে আমরা আমাদের কুৎসিত বিষয়গুলি দেখি, আর ভীত ও লজ্জিত হয়ে নতজানু হই। ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র ও ধার্ম্মিক; তাঁর সাক্ষাতে কোন কুচিন্তা ও কুকার্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। আর মনে রেখ, এই পবিত্র ঈশ্বর আমাদের ভিতর ও বাহির সকলই দেখেন। আমরা ভিতরে পাপ গোপন রেখে মুখে সুন্দর কথা বলে মানুষকে ঠকাতে পারি, কিন্তু তাঁকে পারি না। এ জন্য গীত ১৩৯ ; ৪ পদে লেখা আছে, 'যখন আমার জিহ্বাতে একটী কথাও নাই, দেখ, সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছ।'

"কিন্তু এখানেই যিশাইয়ের দর্শন শেষ হয় নি। ঐ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ পড়ে বল ত' রমা, সেখানে কি হয়েছিল ?"

রমা পড়ে বল্লো, "এক জন দূত বেদী হতে জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে ভাববাদীর ওষ্ঠে ছুঁইয়ে দিলেন, আর বল্লেন, 'তোমার অপরাধ ঘুচিয়া গেল'।"

তখন পূর্ণিমা বল্লো, "এখানেই সেই প্রতিষেধক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইহা কিন্তু সাবান ও জলের চেয়ে ভয়ানক—জ্বলন্ত কয়লার আগুন! আর যখন তাঁর পাপ পরিষ্কার হলো, তখন ঈশ্বর তাঁকে লোকদের কাছে প্রচার করতে বল্লেন। এর মানে এই, যখন তাঁর ওষ্ঠ পবিত্র হলো, তখন ঈশ্বর তা নিয়ে নিজের সেবায় ব্যবহার করতে পাল্লেন; শুচি ওষ্ঠ দিয়েই ঈশ্বর কথা বল্‌তে ও নিজ সংবাদ লোকদিগকে বল্‌তে পারেন। প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানেরই এ রকম হওয়া দরকার, যেন ঈশ্বর তার ওষ্ঠ শুচি করেন ও নিজ সেবার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক এ অবস্থায় এ কথা বলা যায়, 'আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে'।"

রমা তখন জিজ্ঞাসা কল্লো, "এ পদটীর অর্থ কি—'হে প্রভু, আমার

ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেও, আমার মুখ তোমার প্রশংসা করিবে' (গীত ৫১ ; ১৫)? এ কথা পড়লে মনে হয়, আমাদের ওষ্ঠাধর যেন যথার্থই ঈশ্বরের।"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "হওয়া উচিত নিশ্চয়ই। আমাদের সমস্ত শরীর ঈশ্বরেরই। অশুচি ওষ্ঠ শয়তানের।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বল্লো, "কিন্তু দিদি, সব সময়ে যা ভাল তা বলা ভারী শক্ত। ভালমন্দ বুঝবার আগেই রাগ ও ঘৃণার কথা মুখ থেকে বার হয়ে পড়ে।"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "যাকোবের পত্রে এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। তৃতীয় অধ্যায় বার করে দেখ। সেখানে লেখা আছে, মন্দ জিহ্বা শয়তানের জ্বালানো আগুনের মত, সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে ; অথচ জিহ্বাকে দমন করতে কোন মানুষের সাধ্য নেই ; কারণ উহা 'মৃত্যুজনক হলাহলে পরিপূর্ণ'। যে ব্যক্তি নিজের মুখে বল্‌গা দিতে পারে, সে তার সমস্ত শরীর বশে রাখ্‌তে সমর্থ। হাঁ, একথা ঠিক যে, জিহ্বাকে বশে রাখা ভারী শক্ত। গীতরচক জান্‌তেন যে, তিনি নিজে ইহা পারবেন না। আর এজন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন, যেন ঈশ্বর নিজে তার ওষ্ঠ চৌকি দেন ও তার মুখ হতে কোন মন্দ কথা বার হতে না দেন। গীত ১৪১ ; ৩ পদে লেখা আছে, 'হে সদাপ্রভু, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর, আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর'। রোজ রোজ এ প্রার্থনা আমাদেরও করা উচিত।

"আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি বাবা ও মা গান বৈ খুলে আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন, যেন আমরা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে গান গাই। কিন্তু যাবার আগে এস, আমরা প্রার্থনা করি—

পবিত্র পিতঃ, তুমি আমাদের মুখের প্রত্যেক কথা জান। আমাদের মন ও মুখ শুচি কর। রাগ করে নিষ্ঠুর কথা বলে বন্ধুদের মনে যে দুঃখ দিয়েছি, তা ক্ষমা কর। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার কথা, এবং যে অনুচিত কথা দ্বারা শয়তান আমাদিগকে ও অন্যদিগকে বিষাক্ত করেছে, তাও ক্ষমা কর। আমাদিগকে শুচি কর। তোমার সাহায্য ব্যতীত আমরা আমাদের জিহ্বা বশে রাখ্‌তে পারি না। হে প্রভু, আমাদের ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর, যেন আমাদের মুখ হতে কেবল শুচি ও সদয় কথাই বার হয়। আমাদের জিভ্‌ দিয়ে তুমিই কথা বল, আমাদের জিভ্‌ তুমিই অন্যের কাছে তোমার

সংবাদ দান করতে ব্যবহার কর। খ্রীষ্টের মত আমাদিগকে কর, কেননা তাঁহার মুখে ছল ছিল না (যিশা ৫৩; ৯)। তাঁহারই নামে এই ভিক্ষা চাই। আমেন।"

পঞ্চম অধ্যায়।

বিবাহ।

"ও লাবণ্য, ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ।"

লাবণ্য চোক মেলে দেখ্‌লো তার দিদি তাকে ঠেলে তুল্‌তে চাইছে। চোক খুল্‌তে দেখেই পূর্ণিমা আবার বল্লো, "আজ কি হবে, তোর মনে নেই?"

লাবণ্য কতকটা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "না"।

"আজ না রাণীর বিয়ে? রমা আর তুই না মালা গাঁথ্‌বি মতলব করেছিলি?"

"হাঁ, তাই ত! আমি কি করে ভুলে গেলুম? যাই, এখনই গিয়ে বকুল ফুল কুড়িয়ে আনি।".

এই দিন ভোর বেলা থেকেই কল্পটিয়ারের বাড়ী নানা রকম আয়োজন হতে থাক্‌লো। রাণী এই পরিবারের নিকট আত্মীয় ও সুপরিচিত। আর যার সঙ্গে রাণীর বিয়ে হবে, সে যুবক নিকট আত্মীয় না হলেও এই পরিবারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। যুবক শরচ্চন্দ্র ছিল চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক। এজন্য খ্রীষ্টীয়ানেরা সকলেই তাকে ভালবাস্‌তো ও ভক্তি কত্তো।

মালা গাঁথা শেষ হলে রমা ও লাবণ্য কাপড় পরতে গেল। আজ তাদের সাজ গোজ কত্তে অনেকটা সময় লাগ্‌লো। দুজনেই নূতন জ্যাকেট গায়ে দিল, ও রংচঙ্গে শাড়ী পরলো। আর ছোট অজিৎ নীল রঙ্গের জামা গায়ে দিয়ে হাত-পা নেড়ে ও নানা শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগ্‌লো।

আজ সকলেই খুশী। বিয়েতে লোকে সর্ব্বদাই আমোদ করে। সচরাচর

যে রকম দেখা যায়, তার চেয়ে এ বিয়ে ছিল সুন্দর ও কতকটা অন্য ধরণের। সমাজে দেখা যায়, মাবাপ বা অভিভাবকগণ বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং ছেলেমেয়ের যে তাতে মত আছে, তা ধরে নেওয়া হয়। আইনতঃ তারা বিয়ে করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই বিবাহিত জীবনের অনেক দায়িত্ব তারা নেয় না, আর নিতে চায়ও না। এ বিয়ে ঠিক ঐ ভাবে হয় নাই; বর ও কন্যা দুজনেই সম্মতি প্রকাশ করেছিল; কারণ দুজনেই বয়স্ক ছিল। তা ছাড়া দুজনেই ছিল বলিষ্ঠ ও সুশ্রী। দুজনেরই স্বভাব খুব ভাল ছিল এবং সকলেই তাদের ভালবাসতো। কন্যাকে দেখে বেশ বোঝা গেল যে, সে খুবই খুসী। বিয়ের সময়ে সে মাথা হেঁট করে নাক মুখ ঢেকে বস্‌লো না, কিন্তু স্বামীর পাশে এমন ভাবে দাঁড়ালো, যেন সে স্বামীর বিষয়ে গর্ব্ব অনুভব কচ্ছে। আর সে খুব স্পষ্ট করে সকল কথার উত্তর দিল।

বিয়ের পরে নিমন্ত্রিতেরা কন্যার বাড়ী গেল। যখন সকলে জলযোগ কত্তেছিল, তখন রাণী আস্তে আস্তে উঠে নিজের মালাগাছি পূর্ণিমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লো, "এই নেও, পূর্ণিমা দিদি; আজকার সকল সুখের জন্য আমি তোমারই কাছে ঋণী।"

বাড়ী ফিরবার সময়ে লাবণ্য পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা কল্লো, "রাণী তোমাকে ওকথা বল্লো কেন, দিদি?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "গত বছর যখন আমি এখানে ছিলেম, তখন আনন্দপুরের জমিদারের সঙ্গে রাণীর বিয়ের কথা হয়েছিল। রাণীর মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই মনে করেছিল, রাণীর খুব সৌভাগ্য, বড় লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এখন যেমন তোদের সঙ্গে কথা বলে থাকি, তেমনি রাণীর সঙ্গেও সে সময়ে বিয়ে ও মাতৃত্ব সম্বন্ধে কথা বল্‌তেম। এক দিন রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্লো, 'তুমি ভাই, যে রকম বাড়ীর কথা বলেছ, এ বিয়েতে ত সে রকম বাড়ী হবে না। ঐ জমিদার ওসব বিষয় বড় ভাবে না। তার প্রধান চিন্তা হয়েছে টাকা। সে আমাকে যে ভালবাসে তা নয়, আমাকে বিয়ে করে চাকরাণীর মতই রাখ্‌বে। তার দয়ামায়া ও ভদ্রতা নেই, চরিত্রও ভাল নয়; সকলেই তা জানে। আমাদের ছেলে পিলে হলে কি তাদের ভাল হতে শিখাতে পারবো?

বাবা কুদৃষ্টান্ত দেখালে কি ছেলেরা ভাল হতে পারে?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, 'তুমি কি তোমার মা-বাপকে বলেছ?' সে উত্তর দিল, 'তাঁরা শুনে দুঃখিত হয়ে বল্লেন, ভেবে দেখ, তোমার কত টাকা পয়সা হবে। তোমার নাম রাণী, আর তুমি রাণীর মতই থাকবে।' কিন্তু আমি টাকা পয়সা চাই না। তখন আমি বেশ টের পেলেম, সে বুঝেছে টাকাতে মানুষকে সুখী করতে পারে না। শেষে আমি তার মা-বাপের কাছে গেলেম। আমি খুব প্রার্থনা করেছিলেম, যেন ঈশ্বর আমার মুখে ঠিক কথা যোগিয়ে দেন এবং যেন তারা আমার কথা শোনে। অনেক কথাবার্ত্তার পরে তারা স্বীকার কল্লো যে, কোন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলেই রাণী যথার্থ সুখী হবে। এখন সে যোগ্য পাত্র পেয়েছে, কারণ শরৎ খুব ভাল ছেলে এবং শরৎ ও রাণীর জীবনের আদর্শ একই। ঐ দেখ ত লাবণ্য, কি আসছে?"

তারা রাস্তার এক পাশে দাঁড়ালো। তখন একদল বরযাত্রী বিয়ের পরে বর কন্যা নিয়ে শোভাযাত্রা করে তাদের কাছ দিয়ে গেল। এটী ছিল হিন্দু বিবাহের শোভাযাত্রা। কন্যাটী ছিল রমার চেয়েও ছোট। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সে ক্লান্ত ও দুঃখিত। সঙ্গী লোকেরা চেঁচাচেচি করতে করতে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে লাবণ্যের মনে রাণী ও শরতের বিয়ে মনে পড়লো। তারা কেমন ভক্তি ভাবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

বাড়ী যাবার পথে আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হলো না, কিন্তু বাড়ীতে পহুঁছিয়ে রমা ও লাবণ্য সুযোগ পেয়েই পূর্ণিমার কাছে গিয়ে বল্লো, "দিদি, বিয়ের কথা আমাদের কাছে আরও ভাল করে বল। আমরা জানতে চাই, যথার্থ একটী ভাল পরিবারের কি রকম হওয়া উচিত।"

পূর্ণিমা বল্লো, "তোমাদের কথা শুনে খুব খুসী হলুম। অনেকে মনে করে, বিয়ে অর্থ এক জন স্ত্রীলোকের উপরে এক জন পুরুষের স্বত্ব বা অধিকার স্থাপন, অর্থাৎ বিয়ে হলে স্ত্রীলোক পুরুষেরই সম্পত্তি হয়; তখন পুরুষ যা বলবে স্ত্রীকে তাই শুনতে হবে; পুরুষের জন্য সে সন্তান প্রসব করবে, ভাততরকারী রাঁধবে এবং পুরুষকে কর্ত্তা ও প্রভু বলে ভক্তি করবে। আমরা খ্রীষ্টীয়ান, আমাদের কাছে বিয়ের অর্থ এর চেয়ে

আরও উচ্চ হওয়া উচিত। এ কথা ঠিক যে, স্বামীই বাড়ীর কর্ত্তা; তাই বলে স্ত্রী তার চাকরাণী নয়, কিন্তু সঙ্গিনী, বন্ধু ও সাহায্যকারিণী। তারা উভয়েই এক জন অন্যকে ভালবাসে বলে এবং এক সঙ্গে সুখে ঘর সংসার করতে পারবে বলেই তাদের বিয়ে হবে; কিন্তু উভয়ের পসন্দ ও সম্মতি ছাড়া বিয়ে হওয়া উচিত নয়। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষেরা উভয়েই ভাল খ্রীষ্টীয়ানের মত চলবে। তারা দয়ালু, নিঃস্বার্থ ও সহিষ্ণু হবে এবং এক জন অন্যকে বিশ্বাস করবে। নূতন সংসার আরম্ভ করা এবং পৃথিবীতে ছেলে মেয়ে এনে ঈশ্বরের জন্য তাদিগকে শিক্ষিত করা ভারী দায়িত্বের কাজ; কারণ মাবাপের কাছেই ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে বেশী শিক্ষা পায়। যদি মাবাপকে তারা ঝগড়া ও মারামারি করতে দেখে, বা গালাগালি দিতে শোনে, তবে তারা ঐ সব শিখবে; অথবা যদি তারা দেখে, মাবাপ ভাল ভাবে চলে না, এক জন অন্যকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে, তবে তারা কি ভাল মানুষ হবে?

"আমি সেদিন বাল্যবিবাহের কথা বলেছিলেম। যে মেয়ের বয়স অল্প ও মন কাঁচা, সে কি এরকম কঠিন দায়িত্বের ভার নিতে পারে? তোমাদের মনে পড়ে কি, সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, 'ছেলে কার মত হবে,' আর তোমরা বলেছিলে, 'মাবাপের মত হবে'? ছেলে কেবল মার মতই হয় না, কিন্তু মাবাপের ভাল মন্দ সব গুণই তারা পায়। তোমাদের যখন বিয়ে হবে, তখন তোমরা এ কথা মনে রেখ। তোমরা ত শশিমুখীকে চেন। সে খুবই ভাল মেয়ে ও জ্ঞানী মা, কিন্তু তার স্বামী মাতাল। এই জন্য সে কত রকমে শিক্ষা দিয়ে ও যত্ন করে, এমন কি কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করেও ছেলের মদ খাওয়া বন্ধ করতে পারে নি। মদ খাবার প্রবৃত্তি যে ছেলে তার বাপের কাছ থেকে পেয়েছে।

"কিন্তু রাণী ও শরতের শরীর ও মন উভয়ই পবিত্র। এই জন্য তাদের সংসার অতি সুন্দর হবে। রাণী যেমন স্বামীর পৌরুষ ও সদ্‌গুণের প্রশংসা করবে, তেমনি তার বাধ্য হয়ে ও তাকে সম্মান করে সুখী হবে। সে আনন্দমনে রান্না-বান্না ও সংসারের অন্যান্য কাজ করবে, যেন তার স্বামীও প্রফুল্লমনে ও নিশ্চিন্তভাবে পরিশ্রম করতে পারে। সে হবে স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী। সে স্বামীর সকল কাজে অনুরাগ দেখাবে এবং

সকল রকমে তার সাহায্য করবে। স্বামীও কঠিন পরিশ্রম করে সংসারের সকল প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করবে এবং স্ত্রীর প্রতি কোমল ব্যবহার ও তাকে সুখী করতে চেষ্টা করবে। তা ছাড়া দুজনে প্রতিদিন ধর্ম্মালাপ ও এক সঙ্গে প্রার্থনা করবে। যদি ঈশ্বর তাদিগকে সন্তান দেন, তবে উভয়েই প্রেম ভাবে তাকে পালন করবে ও সুশিক্ষা দেবে এবং সর্ব্বদা তাকে উত্তম খ্রীষ্টীয় চরিত্র দেখাবে। ইহাই হল আদর্শ বাড়ী—আদর্শ খ্রীষ্টীয়ান বাড়ী। আর খ্রীষ্টই এ রকম বাড়ীর মস্তক।"

রমা এ সময়ে বল্লো, "এ রকম বাড়ী বেশী দেখা যায় না কেন, দিদি?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "কারণ মেয়েরা এ সব বিষয় জানে না, চিন্তাও করে না। তারা বোঝে, কোন মতে তাড়াতাড়ি বিয়ে হলেই হলো; কারণ বিয়ে হওয়াই সমাজের রীতি। আর তারা প্রথম হতেই নিজেদের জীবন পবিত্র রাখ্‌বার চিন্তা করে না, অথচ পবিত্রতাই হলো সকল বিষয়ের মূল।

"এখন তোমাদের কাছে বিবাহিত জীবনের একটা অতি গম্ভীর ও পবিত্র বিষয়ের কথা বল্‌ছি; সে বিষয়টী হচ্ছে স্বামিস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করা, আর ইহাই জীবন উৎপাদনের জন্য ঈশ্বর-নির্দ্ধারিত নিয়ম।

"বিয়ের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা। যখন কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বামিস্ত্রীরূপে একত্র বাস করতে চায় এবং উভয়েই এক জন অন্যের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে ঈশ্বর ও মানুষের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে—অর্থাৎ যখন তাদের বিয়ে হয়—তখন তারা দুজন মিলে এক হয় এবং এক সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করতে পারে। ঈশ্বরই ইহা নিরূপণ করেছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা বিশুদ্ধ ও পবিত্র।

"কিন্তু বিয়ে না হলেও যখন কোন স্ত্রীপুরুষ একত্র ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করে, তখন তারা ভয়ানক দুষ্কার্য্য করে। ইহাকেই ব্যভিচার কহে এবং ব্যভিচারে পৃথিবীর মহা অমঙ্গল হয়। স্বামী বা স্ত্রী যদি অন্য স্ত্রী বা পুরুষের সহিত ঐ রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকে, তবে তাহাও ব্যভিচার। তোমরা কি একথা বুঝতে পার? ঈশ্বরের নিয়মে স্বামিস্ত্রীর একত্র বাস করা

পাপ নয়, কিন্তু স্বামিস্ত্রী ছাড়া অন্য সকলের বেলাই ইহা পাপ। শয়তান এই পবিত্র ও আশ্চর্য্য সম্বন্ধটা অসংখ্য নরনারীর আত্মা ধরবার জন্য ফাঁদস্বরূপ করেছে। এ বিষয়টা তোমরা খুব ভাল করে মনে রেখ। এ রকম কাজ যে পাপ, প্রত্যেক মেয়েরই তা জানা উচিত, যেন সে পৃথিবী হতে এ মন্দ দূর করতে সাহায্য করতে পারে।

"ব্যভিচারকে ঈশ্বর কি মনে করেন, তোমরা কি তা জান? ঈশ্বর যে ব্যবস্থা যিহূদীদিগকে দিয়েছিলেন, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী দোষী স্ত্রী-পুরুষকে পাথর মেরে বধ করা হতো। এ মহাপাপের জঘন্যতা দেখাবার জন্য বাইবেলের সর্ব্বত্র ইহার বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের শিক্ষাতে নরঘাতক ও ব্যভিচারী একই শ্রেণীভুক্ত। প্রভু যীশু যিহূদী ব্যবস্থার চেয়েও উচ্চভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কেহ কাজে ব্যভিচার না করেও মনে মনে ঐ রকম চিন্তা করে, তবে সেও ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঐ দোষে দোষী হয়। ঈশ্বর যে মানুষের মন ও চিন্তা দেখে বিচার করেন, ইহা অতি গুরুতর কথা; আমাদের কাজ দেখবার তাঁর দরকার হয় না।

"মানুষের মনের এই ইচ্ছাকে দমন করবার ক্ষমতাকে কি বলে তোমরা জান? একে বলে সংযম। জীবনে শিখবার এই একটা অতি ভারী দরকারী বিষয় আছে। আর ইহা শিখতে কখনও কখনও সমস্ত জীবন কেটে যায়। আমাদের ছোট অজিৎকে দেখ। ঐ লাল কয়লার আগুন ধরবার জন্য সে হাত বাড়াচ্ছে। যদি সে পারতো, তবে গিয়ে নিশ্চয় হাত দিয়ে ধরতো। এতে তোমরা বেশ বুঝতে পার, সে এখনও কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা শিখে নি; কিন্তু কেবল এটুকু জানে যে, কি চায়। এখনও সে ইচ্ছাকে দমন করতে শিখে নি। কিন্তু আগুনের কয়লা বেশ লাল ও সুন্দর এবং নেবার ইচ্ছা হয়েছে বলে যদি একটা বয়স্ক লোক হাত দিয়ে ধরে, তবে তোমরা তাকে কি বলবে?"

রমা উত্তর দিল, "তাকে বলবো ভারী বোকা"।

পূর্ণিমা বল্লো "হাঁ, ঠিক কথা। নিশ্চয়ই তার মাথার কিছু গোলমাল আছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারে না। আর যারা পারে না, তারা কি করে জান? যারা মনে ঘৃণা

দমন করতে পারে না, তারা হয় নরঘাতক ; যারা লোভ সাম্‌লাতে পারে না, তারা হয় চোর ডাকাত ; যারা ভয় দমন করতে পারে না, তারা হয় মিথ্যাবাদী। ব্যভিচারীরাও এই প্রকারে লম্পট শ্রেণীভুক্ত, কারণ তাহারা কামেচ্ছা দমন করতে পারে না। আমাদের সকলের পক্ষে সংযম শিক্ষা করা সম্ভব। নিজ আকাঙ্ক্ষার অধীন হওয়া কোন মানুষের পক্ষে আবশ্যক নয়। আমাদের ইচ্ছা আছে। যদি বাল্যকাল হতে আমরা ইচ্ছা উপযুক্ত-রূপে ব্যবহার করতে শিখি, তবে আমরা আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিকে জয় করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারি ; আর তা হলে আমরা নিরুপায় হয়ে আকাঙ্ক্ষার দাস থাক্‌বো না এবং কুপ্রবৃত্তি যা বলবে, সেই মন্দ কাজ করতে বাধ্য হবো না।

"মানুষ ও পশুর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, পশুর সংযম নাই। আমরা যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমন রাখ্‌তে না পারি, তবে আমরা পশু থেকে ভাল নই। সংযম-শক্তি ঈশ্বরের দান। তিনি মানুষকে ইহা দিয়েছেন ; যথার্থই ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

"আমরা কেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা দমনে রাখবো ? তার বিশেষ কারণ এই, ঈশ্বর জীবন উৎপাদনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, তাহা পবিত্র। কেবল নিজের সম্ভোগের জন্য ব্যবহার করলে কেমন করে উহা পবিত্র রাখ্‌তে পারা যায় ? কোন স্ত্রীপুরুষ যদি বিয়ে না করেও সংসার পেতে ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়, অথচ তাদের শিক্ষা ও পালনের দায়িত্বভার নিতে না চায়, তবে তাদের একত্র বাস করবার কোন অধিকার নাই। কেবল বিবাহিত জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার একমাত্র যথার্থ ও বিশুদ্ধ ব্যবহার হতে পারে।

"ভেবে দেখ, ব্যভিচারের ফলে সংসারে কি দুঃখ ও যাতনা হয়ে থাকে ? একটী শিশু জন্মে। তার নিজের কোন দোষ না থাক্‌লেও সে বাবার নাম ও বংশের নাম বল্‌তে পারে না। আর সকলে তাকে ঘৃণা করে। যদি স্বামী বা স্ত্রী নিজ প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত না থাকে, তবে তার ফলে অনেক সংসার ভেঙ্গে যায় এবং অনেক নির্দোষ লোক কষ্ট পায়।

"এ প্রকার প্রকাশ্য পাপ সকলেই জান্‌তে পারে। কিন্তু এমন অনেকে আছে, যারা গোপনে পাপ করে। তারা জগতের সাম্নে আপনাদিগকে

খুব ভাল বলে দেখায়, গীর্জ্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনাও করে, এমন কি, লোককে ধর্ম্মশিক্ষাও দেয়, অথচ রাত্রির অন্ধকারে যখন কেউ দেখ্‌তে পায় না, তখন পশুর মত নিজেদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী পবিত্র ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়ে গুপ্ত পাপের হিসাব দিতে হবে, তখন তারা কি কর্‌বে? লোকে যাই মনে করুক না কেন, এ কুৎসিত পাপ কখনও গোপন থাকে না। বিষের মত মানুষের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে। আর সে নিজে টের না পেলেও তার কথাবার্ত্তা, চালচলন, দৃষ্টি ইত্যাদি সকলই কলুষিত করে। শেষে তার চেহারা ও মেজাজে তাহা প্রকাশ পায়। যাদের মন শুচি, এমন লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। আর সকলেই বুঝতে পারে, সে সচ্চরিত্র নয়।

"এই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা সহজ নয়। কারও কারও পক্ষে ইহা ভারী শক্ত, কিন্তু সকলের পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তি পশুর মত ইচ্ছাশক্তি-শূন্য, কেবল সে ইহা করতে পারে না। যদি বাল্যকালেই ছেলেমেয়েরা বিপদ টের পায়, তবে সহজেই তারা এই আকাঙ্ক্ষা জয় করে পবিত্র জীবন যাপন কর্‌তে আরম্ভ করতে পারে।

"এস, আজই তোমরা নিশ্চিত ও যথার্থরূপে ঠিক কর, কি ভাবে জীবন যাপন করবে। তোমাদের পক্ষে ইহার অর্থ কি, তা কি বুঝতে পার?

"প্রথমতঃ—তোমরা নিজেরা পবিত্র হতে পার। যে আশ্চর্য্য শক্তি তোমাদের আছে, মা হবার যে পবিত্র ক্ষমতা ঈশ্বর তোমাদিগকে দিয়েছেন, তার বিষয় চিন্তা কর। এই অমূল্য ক্ষমতা পবিত্র ভাবে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর এবং মহামূল্য মুক্তার ন্যায় ইহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। শেষে যাকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্বামী বলে গ্রহণ করবে, যেন তাকেই দিতে পার। আর একমাত্র স্বামীর জন্যই ইহা পবিত্র ভাবে রক্ষা করো।

"দ্বিতীয়তঃ—তোমরা তোমাদের বন্ধুদিগকে পবিত্র জীবন যাপন করতে সাহায্য করতে পার। এ কাজটী কথার চেয়ে আরও ভাল করে করা যায় জীবন ও আচরণ দ্বারা। পবিত্র জীবনের প্রভাব তোমরা যতদূর মনে কর, তার চেয়ে অনেক বেশী দূর যায়।

"আমাদের বোর্ডিং স্কুলে উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে মেয়েদিগকে রাখ্‌তে

হয় ও ভাল করে চৌকি দিতে হয়। কেন এ রকম করতে হয়? কারণ ভয় আছে, তারা মন্দের দিকে যেতে পারে। কোন কোন মেয়ের পক্ষে এ কথা ঠিক যে, পাপ করতে সে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি মেয়েরা পবিত্র হয় এবং কোন পুরুষকে নিজেদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামেশি করতে না দেয়, তা হলে নিশ্চয় এই পাপ খুব কমই হয়। কখনও কোন পুরুষ বা বালককে তোমাদের সম্বন্ধে মন্দ ভাবে কথা বল্‌তে, কিম্বা তোমাদের ছুঁতে দিও না, এমন কি কোন রকম আব্দার করতেও দিও না। এ রকম করে তোমরা তাদের আকাঙ্ক্ষা দমন রাখ্‌তে সাহায্য করতে পার। যখন ভারতবর্ষের মেয়েরা নিজেদের নারীত্ব সম্মান করতে এবং পরিচিত পুরুষদের আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত না করেও তাদের সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করতে শিখ্‌বে, তখন তাদের উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখবার দরকার হবে না। পুরুষের সঙ্গিনী হবার ও পুরুষকে সৎভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করবার জন্যই স্ত্রীলোককে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। পুরুষের দাসী হয়ে নিজের চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তি নষ্ট করবার জন্য ঈশ্বর স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেন নাই। বড়ই সুখের বিষয় যে, ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা এখন বুঝতে আরম্ভ করেছে এবং বেশ প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাদের মস্তিষ্ক আছে, শিক্ষা করবার, শিক্ষা দিবার, শাসন করবার ও রোগ ভাল করবার ক্ষমতা বেশ আছে। আর যখন তারা প্রমাণ দিবে যে, তারা ইচ্ছানুযায়ী পবিত্র ও ধার্ম্মিক হতে পারে, তখন কেমন গৌরবের বিষয় হবে! আমার খুব ইচ্ছা, তোমরা এ রকম হবে।"

পূর্ণিমা এই কথা বলে একটু থাম্‌লো, আর মেয়ে দুটীর দিকে ঝুঁকে পড়ে খুব আগ্রহের সহিত আবার বলতে লাগ্‌লো,

"তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ? আমি খুবই চাই, তোমরা যথার্থই অনুভব করবে যে, পবিত্র স্ত্রীলোক হওয়ার অর্থ কি। আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা বড় হয়ে পবিত্র ও সৎ হবে। আর কোন সৎ পুরুষকে বিয়ে করে, যখন তোমাদের নির্দ্দোষ ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চাইবে, তখন তোমাদের গত জীবনের কোন কলঙ্ক চোখের সাম্‌নে এসে তোমাদের লজ্জিত করবে না। আমি যা বল্‌ছি, তা কি অনুভব করতে পাচ্ছ, না কেবল আমার কথাগুলি শুনছো?"

দুজনের এক জনেও উত্তর দিল না। কিন্তু পূর্ণিমা তাদের মাথা হেঁট করে থাক্‌তে দেখে বুঝতে পারলো যে, তারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, আর অনেকটা বুঝতেও পেরেছে।

কতক্ষণ পরে সে বল্লো, "লাবণ্য, তুই আজ প্রার্থনা কর ত?"

লাবণ্য খুব সরলভাবে অল্প কথায় এই প্রার্থনা করলো,

"স্বর্গীয় পিতঃ, পবিত্র হওয়া কি, আমাদিগকে বুঝিয়ে দাও। এখন আমরা ছোট, এই সময়ে আমাদিগকে শিখাও। আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রভু কর। আর আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান দাও, যেন আমরা অন্যদিগকে পবিত্র হতে সাহায্য করতে পারি। আমেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পাপের বেতন।

"ছোট বোনটী আমার, একখানা পরিষ্কার কাপড় পরে নে ত; আজ তোকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে যাবো," পূর্ণিমা পরদিন সকাল বেলা লাবণ্যকে এ কথা বল্লো।

লাবণ্য শুনে খুসী হয়ে নাচ্‌তে লাগলো, "বেশ ত, ভারী মজা! কোথায় যাবো, দিদি?"

"প্রথমে একটী রোগী দেখ্‌তে যাবো, তার পর হাসপাতালে যাবো। মা ততক্ষণ অজিৎকে দেখ্‌বেন। শীগ্‌গির কাপড় পরে নে, বেশী রোদ ওঠবার আগেই যেন ফিরতে পারি।"

লাবণ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপড় পরে তৈয়ার হলো, কিন্তু কেন যে তার দিদি তাকে রোগী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে, তা ঠিক করতে পারলো না। তারা রমাকেও ডেকে সঙ্গে নিলো।

পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা বল্লো, "যে রোগীকে দেখ্‌তে যাচ্ছি, সে যুবতী। অজিতের মত তারও একটী ছেলে আছে। আমি যখন রোগীর সঙ্গে কথা বল্‌বো, তোমরা দুজনে তখন ছেলেটীকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রেখো।"

পীড়িত মেয়েটী এদের দেখেই নমস্কার কল্লো। এক সময়ে সে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু তাকে দুর্ব্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যেন ভারী যন্ত্রণা ভোগ করেছে। লাবণ্য ও রমা ছেলেটীকে খুঁজতে লাগলো। শেষে তারা দেখ্‌লো, ঘরের এক কোণে একটা দোলনাতে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেটী দেখ্‌তে খুব সুন্দর, অনেকটা তার মায়েরই মত। লাবণ্য তাকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু সে মনোযোগই কল্লো না। শেষে লাবণ্য আরও কাছে গিয়ে হেসে হেসে একগাছা লাল চুড়ি তার সাম্‌নে ধরলো, তথাপি সে চেয়েও দেখ্‌লো না। তখন রমা লাবণ্যের কাঁধে হাত দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বল্লো, "দেখ ত লাবণ্য, ছেলেটীর চোকে কি হয়েছে!"

একটু পরে পূর্ণিমা এসে দেখ্‌লো, লাবণ্য ছেলেটীকে কোলে নিয়ে দোলা দিচ্ছে, আর যেন কাঁদ্‌ছে। দিদিকে দেখে সে অমনি বলে উঠলো,

"দেখ ত দিদি, কেমন সুন্দর ছেলেটী! এমন ছেলেও অন্ধ হয়! এ কি কোনও দিন দেখ্‌তে পাবে না? ঈশ্বর কেমন করে এ নিষ্ঠুর কাজ করলেন যে, এমন সুন্দর ছেলেটীকে অন্ধ করে জগতে পাঠালেন?"

"আস্তে কথা বল্‌, লাবণ্য; সে যথার্থই অন্ধ, আর অন্ধ বরাবরই থাক্‌বে। এতে ঈশ্বরের কোনও দোষ নেই। ঈশ্বর সকল অঙ্গ দিয়েই তাকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার বাবার পাপের ফলেই সে অন্ধ হয়েছে। এখন ওকে রেখে দে। বাড়ী গিয়ে এ সম্বন্ধে সকল কথা বল্‌বো।"

এক রকম অনিচ্ছার সহিত তারা এখান থেকে গেল এবং একটু পরেই তারা হাসপাতালে পৌঁছিল। হাসপাতালের যে অংশটা স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়ে তারা দেখ্‌লো, অনেক স্ত্রীলোক; কেউ বসে আছে, কেউ শুয়ে আছে, আর একজন খুব কাতরাচ্ছে, যেন তার ভারী যন্ত্রণা হচ্ছে। একটী স্ত্রীলোক সেই সময়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পূর্ণিমাকে নমস্কার কল্লো এবং তার দুটী পা জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বল্‌তে লাগলো, "ভাই, পূর্ণিমা, আমার কি একটুও কিছু করতে পার না? আমি কতদিন এখানে পড়ে আছি, কত ওষুধ খেয়েছি, কত পয়সা খরচ করেছি; কিন্তু কোনও উপকার ত হচ্ছে না।" পূর্ণিমা তার সঙ্গে বেশ কতক্ষণ কথা বলে মেয়ে দুটীকে এক পাশে নিয়ে বল্লো,

"বেশ ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখ। আর এই দৃশ্যের ছবি মনে এঁকে ঘরে নিয়ে যেয়ো। ঐ বেচারী স্ত্রীলোকটীকে দেখ, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওরই পাশে ঐ মেয়েটাকে দেখ, পক্ষাঘাতে তার এক পাশ অবশ হয়ে গেছে, কেউ ধরে না তুললে সে উঠ্‌তে পারে না। আর ঐ যে মেয়েটী আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলো, তাকেও দেখ। আমি ওকে ভাল করে চিনি। আমরা এক সঙ্গে খেলা কত্তুম্, আর ভবিষ্যতে যে আমাদের সুখের সংসার হবে, তাও আশা কত্তুম্। তখন সে ছিল কেমন সুস্থ, সবল ও সুখী! আর এখন দেখ, সে কেমন দুর্ব্বল, যাতনাগ্রস্ত ও আশাহীন! হাসপাতালেই পড়ে রয়েছে। কিছুতেই তার অসুখ সারবে না।"

রমা তখন জিজ্ঞাসা কল্লো "কেন দিদি? ওর কি অসুখ হয়েছে? তুমি কি কিছু করতে পার না?"

পূর্ণিমা কোন উত্তর দিল না; কিন্তু আর কয়েকটী রোগীর কাছে গিয়ে দুচারটা উৎসাহজনক কথা বলে হাসপাতাল হতে বার হয়ে পড়লো।

পরে পূর্ণিমা বল্লো, "আর এক জায়গায় যেতে বাকি আছে। এবার আর রোগী দেখ্‌তে যাবো না, কিন্তু একটী স্ত্রীলোককে দেখ্‌তে যাবো। সে বড় শোক পেয়েছে। তার ছোট ছেলেটী মারা গেছে।"

রমা ও লাবণ্যের ইচ্ছা হচ্ছিল পূর্ণিমাকে ফেলে ঘরে ফিরে যায়। তারা দুঃখের অনেক ছবি দেখেছে। আর লাবণ্যের মনে বার বার সেই অন্ধ ছেলেটীর কথা উঠ্‌ছিলো। একটু পরেই তারা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে পৌছিল। এ বাড়ীটী ছিল এক ধনী ব্যবসায়ীর। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পূর্ণিমা পুত্রহারা মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো। আর রমা ও লাবণ্য চুপ করে বসে রইল। তারা খুব আশ্চর্য্য হলো যে, স্ত্রীলোকটী বসে আছে, কারণ তারা ভেবেছিল, হয়ত খুব কান্নাকাটি শুন্‌তে পাবে। যদি তারা বয়স্কা হতো, তা হলে বুঝতে পারতো যে, স্ত্রীলোকটীর ক্লান্ত ও হতাশ দৃষ্টিতে কান্নাকাটির চেয়েও বেশী শোক প্রকাশ পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে ঐ স্ত্রীলোকটী পূর্ণিমাকে বল্লো, "আমি জানতুম্ যে, আমার কোনও ছেলে বেঁচে থেকে বড় হবে না। অনেক দিন আগেই ডাক্তারেরা আমাকে বলেছেন, আমার ভাগ্যে সে সুখ

হবে না। অন্য ছেলেরা ঠিক এরই মত কয়েক মাস বেশ মোটাসোটা, সুস্থ ও সবল ছিল, কিন্তু শেষে তাদের জ্বর ও রক্তামাশয় হলো। আর অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও তারা ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হয়ে মারা গেল। এ ছেলেটী এত সবল ছিল যে, আমি তার বাঁচবার আশা না করে পারি নি।”

রমা এ সময়ে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো, “আপনার কটী ছেলেপিলে ছিল?”

স্ত্রীলোকটী উত্তর দিল, “ছ'জন। আর সকলেই মরে গেছে, একজনও বেঁচে নেই।”

এ কথা শুনে রমার মন স্ত্রীলোকটীর প্রতি সমবেদনাতে পূর্ণ হলো। সে ছয় ছয়টী ক্ষুদ্র জীবন পৃথিবীতে এনেছে, আর তাতে তাকে অনেক কষ্টভোগ ও ত্যাগস্বীকার কত্তে হয়েছে। প্রত্যেকেরই জন্মে তার নূতন আশা ও আনন্দ হয়েছে; অথচ এখন তার কোল শূন্য, সে একেবারে সন্তানহীন।

দেখা শুনা শেষ করে তারা এক রকম খুসী হয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। সেই দিন ফিরে এসে পূর্ণিমা অজিৎকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আর তার খাবার তৈয়ার কত্তে কত্তে গান গাইতে থাকৃলো।

খাওয়া দাওয়ার পরে রমা ও লাবণ্য আবার একত্র হলো, আর কখন পূর্ণিমা এসে তাদের কাছে কথা বল্‌বে তার অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লো। একটু পরেই পূর্ণিমা এসে বল্‌তে আরম্ভ কল্লো,

“আজ সকাল বেলা যাদের কাছে তোমাদের নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদিগকে দৃষ্টান্তরূপে নিয়ে তোমাদের কাছে কথা বল্‌বো। আমি তোমাদের বেশ ভাল করে দেখ্‌তে বলেছিলেম, যেন আজকার শিক্ষা তোমাদের মনে গেঁথে যায়।

“কাল্‌কে তোমাদের কাছে ব্যভিচারের কলঙ্কের কথা বলেছিলেম। আজ এখন ব্যভিচারের ভয়ঙ্কর কুফলের কথা বল্‌তে চাই।

বাইবেলে লেখা আছে, ‘পাপের বেতন মৃত্যু’। ঈশ্বরের নিয়ম কেউ এড়াতে পারে না যে, দুষ্কার্য্য কল্লে দণ্ড পেতেই হবে। দণ্ড যে লোকে কেবল ভবিষ্যতে পরজগতে পাবে তা নয়, কিন্তু এ পৃথিবীতেও পাবে। কখনও কখনও এই দণ্ড দেহের বাইরে ভিন্ন স্থান থেকে আসে; যেমন

আমরা দেখি, চোর, ডাকাত ও খুনীকে রাজা দেশের আইন অনুযায়ী দণ্ড দেন। কিন্তু মিথ্যা কথা ও ব্যভিচারের মত কতকগুলি পাপ ভিতর হতে কাজ ক'রে মানুষের জীবন, চরিত্র ও বন্ধুতা একেবারে নষ্ট করে দেয়। ব্যভিচারের দণ্ড খুব নিশ্চিত ও ভয়ানক দেখে মনে হয়, যেন এ পাপকে ঈশ্বর বিশেষভাবে অভিশপ্ত করেছেন। দশ আজ্ঞার এ কথাটা কি তোমাদের মনে আছে যে, ঈশ্বর পিতৃগণের অপরাধের ফল সন্তানদের উপরে যারা তাঁকে ঘৃণা করে তাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাইয়া থাকেন? এ কথা এ পাপের সম্বন্ধেও সত্য।

"দুটী বিশেষ রোগ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বিস্তৃত হয়। এ দুটীর একটী অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং উভয় রোগই দুরারোগ্য, একবার হলে সুস্থ হওয়া সুকঠিন। একটীর নাম প্রমেহ। ইহাতে জননেন্দ্রিয় ফুলে ওঠে ও তার ভিতর হতে স্রাব হতে থাকে। যখন কোমল মাতৃ-অঙ্গ এ রোগে আক্রমণ করে, তখন ভারী অনিষ্ট করে। এ রোগের ফলে কোন কোন স্ত্রীলোক চিরদিনের মত মা হবার ক্ষমতা হারায়। তোমরা এমন স্ত্রীপুরুষ দেখেছ, যাদের ছেলেপিলে নাই, তারা চাইলেও পায় না। শতকরা পঞ্চাশটীর অধিক পরিবার নিঃসন্তান হয় প্রমেহের জন্য। সময়ে সময়ে এ রোগের ফলে স্ত্রীলোকের জরায়ু এত ফুলে ওঠে ও কন কন করে যে, অস্ত্র করে কখনও একাংশ কখনও সমস্তটা কেটে ফেলতে হয়। আবার এ রোগের ফলে নির্দ্দোষ ও নিরুপায় শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজ ভোর বেলা যে ছেলেটীকে দেখেছ, ইহাই তার অন্ধ হবার কারণ। জন্মের সময়ে ঐ রোগের বিষ ছেলেটীর চক্ষুর ভিতরে গিয়েছিল।

"অন্য রোগটীর নাম গর্ম্মী। এ রোগটী শরীরের স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকে না, কিন্তু রক্তের সঙ্গে মিশে সমস্ত শরীর বিষাক্ত এবং যে কোন অঙ্গ আক্রমণ করে। কখনও কখনও এ রোগের বিষ মস্তিষ্ক আক্রমণ করে, তাহাতে কেহ কেহ পাগল হয়ে যায়। এ রোগের ফলে কাহারও কাহারও পক্ষাঘাত হয়; হাসপাতালে আজ ঐ রকম এক বেচারীকে দেখেছ। কুষ্ঠকে লোকে মহারোগ বলে ঘৃণা করে, তাও এ রোগের বিষ থেকে হতে পারে। এই রোগের জন্যেও অনেক শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে। প্রায়ই মার শরীরের মধ্যে শিশু বাড়বার সময়ে মরে যায়। আবার সময়ে

সময়ে শিশু বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধি ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে জন্মে এবং অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকে। যে বেচারী মাকে ওবেলা সকলের শেষে দেখেছিলেম, সে এই ভয়ানক রোগের জন্য ছয়টী শিশু হারিয়েছে। এ দেশে বিশেষতঃ সহরে এ রোগটা বেশ প্রবল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক রোগীকে জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর পেয়েছি, 'আমার বারটি সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু কেবল দুটী বেঁচে আছে'। আর কেউ বলেছে, 'আমার সাতটী ছেলেমেয়ে হয়েছিল, কিন্তু সকলেরই কি এক রকম জ্বর হলো, আর সকলেই একই ভাবে অল্প বয়সে মারা গেল'। যে দু'চার জন কোনও মতে বেঁচে যায়, তারা সচরাচর চিররোগী হয় এবং তারাই তাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতিনীদের শরীরে এ রোগ সংক্রমিত করে। এই জন্য আমি বলেছিলেম, এই পাপের ফলই স্পষ্টতঃ সন্তানদের উপরে তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তে।"

এই পর্য্যন্ত শুনে লাবণ্য বলে উঠ্‌লো, "কি ভয়ানক বিষয়! লোকে নিশ্চয়ই এই ভয়ঙ্কর রোগের কথা জানে না। বিপদের বিষয় জান্‌লে কি তারা মন্দ জীবন যাপন কত্তে সাহসী হতো? আচ্ছা, দিদি, আজ সকাল বেলা যে স্ত্রীলোকদের দেখেছি, তারা সকলেই কি এই পাপ করেছে?"

পূর্ণিমা উত্তর দিল, "না বোন, ঐ স্ত্রীলোকেরা সকলে নিজেরা মন্দ কাজ করে নি। এ রোগের সম্বন্ধে এটাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে, নিজে মন্দ কাজ না করেও কেহ কেহ কষ্ট পায়। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, যারা আপনাদের সতীত্ব বিক্রয় করে, অর্থাৎ অশুচি ও লজ্জাজনক জীবন যাপন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ স্ত্রীলোকদেরই ঐ দুটো কুৎসিত রোগ হয়। আর যে পুরুষেরা এই স্ত্রীলোকদের কাছে যায়, তারাই শেষে আপনাদের নির্দ্দোষ স্ত্রীদের শরীরে ঐ রোগ সংক্রমিত করে। এজন্য এমনও হয় যে, বিয়ের আগে কোন কোন মেয়ে বেশ সুস্থ ও সবল থাকে, কিন্তু তার স্বামীর পাপের জন্য সে আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করে ও নিজে সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকে।

"আজ হাসপাতালে যে মেয়েটী আমার কাছে খুব কাতর ভাবে সাহায্য চাচ্ছিল, সে এক সময়ে আমার বন্ধু ছিল। তোমাদের দুজনের মত আমরা এক সঙ্গে স্কুলে গিয়েছিলেম। সে আমারই মত সুস্থ ও সবল ছিল এবং পড়া শুনায় খুব ভাল ছিল। তিন বছর হলো এক জন খ্রীষ্টীয়ান যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে; সকলে যুবকটীকে ভাল বলেই জান্‌তো। আর

আমি মনে করি, বিয়ের পরে সে ভাল ভাবেই জীবন যাপন কচ্ছে, কিন্তু তার আগে মন্দ কাজ করে সে ঐ কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সে নিজে ও চিকিৎসক ছাড়া আর কেউ ঐ রোগের কথা জান্‌তো না। সে হয় ঐ রোগের ভয়ঙ্কর কুফল সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, আর না হয় মনে করেছিল, সে সুস্থ হয়েছে; কিন্তু এখন তার কুফল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। তারই পাপের ফল, এখন তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে ভোগ কত্তে হচ্ছে। এ তিন বছরে মেয়েটীর যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা দেখে প্রাণ ফেটে যায়। এখন তার ভাল হবার একমাত্র আশা অস্ত্র করা; আর অস্ত্র করা হলে তার আর মা হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

"ইহা ছাড়া চুমো খেলে, একই গ্লাসে জল খেলে, অথবা একই গামছা ইত্যাদি ব্যবহার কল্লে এ রোগ হতে পারে, কিন্তু এ ভাবে এ রোগ খুব কমই হয়।

"তার পরে বল্‌তে চাই যে, অধিকাংশ স্থলে লোকে এ রোগের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না। জানে না বলেই লোকে বিপদ টের পায় না। যাদের এ রোগ হয়, তারা অবশ্য লুকোতেই চেষ্টা করে এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুবর্গকে প্রবঞ্চিত করে। যদি মেয়েরা ও তাদের মাবাপ এ বিষয় জান্‌তো, তা হলে অজানা চরিত্রের কোন পুরুষের সহিত বিয়েতে সম্মতি দিতে আরও সতর্ক হতো। কিন্তু সর্ব্বদা এ বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। যদি কোন মেয়ে বেশ গোপনে ও ধীরেসুস্থে যতদূর সম্ভব বিয়েপ্রার্থী পুরুষের চরিত্র ও অভ্যাস জান্‌তে চেষ্টা করে, তা হলে খুবই সম্ভব, সে ঐ লোকটীর চরিত্র ও সুনামে সন্দেহ থাকলে শুন্‌তে পাবেই। পুরুষটীর সঙ্গে কথা বলেও মেয়েটী বেশ বুঝতে পারে, তার জীবনের আদর্শ কি। কখনও কখনও লোকের দৃষ্টিতে এবং হঠাৎ অসতর্ক ভাবে বলা একটা কথাতে সমস্ত বিষয়—ভিতরের আসল ভাব—প্রকাশ পায়। এই অবস্থাতে এক মাত্র নিরাপদ নিয়ম এই;—

কোন পুরুষের চরিত্র ভাল বলে না জান্‌লে কখনও তাকে বিয়ে করতে সম্মত হওয়া উচিত নয়।

"আজ আমার এ বিষয়ের কথা শেষ হলো। এই ভয়ঙ্কর বিষয় তোমাদের যেমন শুন্‌তে ভাল লাগে না, আমিও তেমনি বলে সুখী হই না। চল, এখন বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরিষ্কার বাতাসে বেড়াই।"

সপ্তম অধ্যায়।

অভ্যাস-কারখানা।

রমা ও লাবণ্য আবার একত্র হলে পূর্ণিমা তাদের কাছে মাদুরে বসে একটু হেসে জিজ্ঞাসা কল্লো, "আচ্ছা, তোমরা আমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্লান্ত হও নি?"

রমা উত্তর দিল, "মোটেই না, দিদি; তোমার প্রত্যেক শিক্ষাই নতুন। আমরা একটুও বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কি বল্‌বে, আর কি ভাবে শিক্ষা দেবে। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, কাল্‌কার কথা কখনও ভুল্‌বো না, কারণ ঐ পীড়িত স্ত্রীলোকরা সর্ব্বদা আমার চোকের সাম্‌নে থাক্‌বে।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বল্লো, "আমি জানি, আজকে খুব ভাল কথা শুন্‌বো। সমস্ত দিনই দেখেছি, দিদি কারও সঙ্গে বেশী কথা বলে নি, কেবলই কি যেন ভেবেছে।"

পূর্ণিমা তখন বল্লো, "আজকে কেবল একটা গল্প বল্‌বো। তোমরা লেস্ বুন্‌তে বুন্‌তে শুন্‌তে পারবে। আমি যদি কিছু ভুলে যাই, তোমাদের সাহায্য চাইব।"

এ কথা শুনে দুজনের বেশ আমোদ লাগ্‌লো। তারা দৌড়িয়ে গিয়ে লেস্ বুন্‌বার কাঁটা ও সূতো নিয়ে এলো এবং গল্প শুন্‌বার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লো।

তখন পূর্ণিমা বল্লো, "আমাদের গল্পের নাম হবে 'অভ্যাস-কারখানা'। এক সময়ে এক দেশে খুব সুন্দর এক জন রাণী ছিলেন। তাঁর বাড়ীখানা তৈয়ার হয়েছিল শ্বেতপাথর দিয়ে; আর বাড়ীর চারিদিকে খুব সুন্দর, সুগন্ধি ও দুর্লভ নানা রকম ফুলের বাগান ছিল। টাকা পয়সায় যা পাওয়া যায়, এমন কোন জিনিসের তাঁর অভাব ছিল না। তিনি স্বার্থপর কি অহঙ্কারী ছিলেন না। তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল, প্রজারা যেন সুখী হয়। দরিদ্রতা ও দুঃখের কথা শুনে তাঁর কোমল প্রাণে ভারী কষ্ট হতো। রাত্রিতে তিনি ভাব্‌তেন, কেমন করে তিনি প্রজাদের কষ্ট ও যন্ত্রণার উপশম কত্তে পারেন। দরিদ্রদিগকে তিনি চাল ও কাপড় দান কত্তেন, পীড়িতদের

জন্য একটী হাসপাতাল তৈয়ার করে দিলেন, অলসদের কাজের জোগাড় করে দিলেন এবং অবসরের সময়ে যেন প্রজারা আমোদ আহ্লাদ কত্তে পারে, তার জন্য অনেক খেলা ও তামাসার আয়োজন কল্লেন। এ সকল কত্তে তাঁর কয়েক লাখ টাকা খরচ হলো। তিনি নূতন আইন করে দিলেন এবং সতর্ক হয়ে দেখ্‌তে লাগলেন, যেন সকলের প্রতি ন্যায়বিচার হয়; তথাচ আগাছার মত রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ, ঝগড়া, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি নানা মন্দ বিষয় দেখা দিল। যাদের তিনি সাহায্য করেছিলেন, তারা কৃতজ্ঞ হলো না, কিন্তু আরও চাইতে লাগ্‌লো। এক দিন তিনি এক জন উচ্চ বংশীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ কল্লেন। সেই যুবকটী তাঁকে বল্লেন, 'আপনার রাজ্যের জন্য দরকার স্বাধীনতা। আমাদিগকে আমাদের নিজ দেশ শাসন কত্তে দিন, তা হলে আমরা সুখী হবো।' এ কথা শুনে রাণী সিংহাসন ও রাজবাড়ী ছেড়ে দিলেন এবং প্রজাদিগকে নিজেদের দেশ শাসন করবার অধিকার দিলেন। কিন্তু তার ফলে সকল বিষয় আগের চেয়ে আরও মন্দ হতে লাগ্‌লো। চতুর লোকেরা বড় বড় পদ নিয়ে বস্‌লো, আর সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্টে মন না দিয়ে গরীবদের পয়সা নিয়ে নিজেরাই ধনবান হয়ে উঠ্‌লো। ঈর্ষা ও বিবাদ সর্ব্বত্র দেখা গেল। তখন দলে দলে লোকেরা রাণীর কাছে এসে উপস্থিত হলো এবং পুনর্ব্বার সিংহাসনে বস্‌তে তাঁকে অনুরোধ কত্তে লাগ্‌লো।

"এক দিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে রাণী পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন। তখনও তিনি মনে মনে এই প্রশ্ন আন্দোলন কচ্ছিলেন, 'আমার প্রজাদিগকে কি দিয়ে যথার্থ সুখী কত্তে পারি? স্বাধীনতায় যে সুখ দেয় না, তার কারণ কি?'

"ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে রাণীর চিন্তার উত্তরস্বরূপে কে যেন বলে উঠ্‌লো, 'না, তারা মোটেই স্বাধীন নয়।' রাণী খুব আশ্চর্য্য হয়ে পিছনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, রাজপুরুষের মত এক ব্যক্তি,—দেখ্‌তে খুব বলবান, মুখে যেন পবিত্রতা মাখা—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্ছেন। সেই লোকটী এক জন স্বর্গদূত। দূত আবার বল্লেন,

'না, তারা মোটেই স্বাধীন নয়। তুমি ভেবেছিলে, প্রজাদিগকে স্বাধীন করেছ, কিন্তু তুমি বুঝ্‌তে পার নি। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস। তোমার প্রজারা যথার্থই কি রকম, আমি তোমাকে দেখাবো; তা হলে তুমি তাদের সাহায্য করতে পারিবে।'

"দূতের কথা শেষ হবার অল্পক্ষণ পরে, রাণী ক্রমে উপরের দিকে আকাশে উঠতে থাকলেন এবং শূন্য দিয়ে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় সহরের মাঝখানে গাড়ী বারান্দার মত একটা উচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন সেই দূতও তাঁর কাছে এলেন। রাণী নীচের দিকে চেয়ে দেখেন, রাস্তা দিয়ে অনেক লোক তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা কচ্ছে। সেই সময়ে দূত বল্লেন, 'ভাল করে ঐ লোকদের দিকে চেয়ে দেখ।'

"রাণী মনোযোগ করে দেখেই আশ্চর্য্য হলেন। তিনি দেখ্তে পেলেন, সকলের পায়েই এক এক গাছা মল এবং তার সঙ্গে এক এক গাছা লম্বা শেকল লাগান আছে। আর সেই শেকলের অন্য দিকে এক একটা লোহার ভারী গোলা বাঁধা আছে। সকলের গোলা সমান নয়; কারও বেশ ছোট, সেজন্য তার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু কারও কারও এত বড় যে, বেচারীরা খুব আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে চলেছে। শেকল ছাড়া একটী লোকও ছিল না এবং শেকল ও লোহার ভার নিয়ে এক জনও ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চল্তে পাচ্ছিল না।

"তখন দূত জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'তুমি কি এদের স্বাধীন বল্বে?'

"রাণী উত্তর দিলেন, 'না, বাস্তবিক এরা স্বাধীন নয়। কিন্তু এরা কে? আর এদের পায়ে শেকল দেওয়া হয়েছে কেন?'

"দূত বল্লেন, 'এরাই তোমার প্রজা। এদের যথার্থ অবস্থা এখন তুমি দেখ্তে পাচ্ছ। ঐ গোলাগুলি কু-অভ্যাস। খুব ভাল করে দেখ, ঐ গোলার সঙ্গে তারা কি রকম ব্যবহার কচ্ছে। কেউ কেউ গোলা ও শেকলের দিকে মনই দিচ্ছে না, রাস্তা দিয়ে কোন মতে কুজো হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে; অথচ এতেই তারা বেশ আমোদ পাচ্ছে। কেউ কেউ অস্থির ও বিরক্ত হয়ে নিজ নিজ কপালের দোষ দিয়ে চলেছে। কেউ কেউ থেমে মলগাছা ধরে টেনে ঢিলে কত্তে চাইছে। আর কয়েক জন হতাশ হয়ে বসে গেছে, আর একটুও চল্তে পাচ্ছে না। অল্প কয়েক জনে শেকল নিয়েই তাড়াতাড়ি চল্তে চেষ্টা কচ্ছে; কিন্তু চেয়ে দেখ, গোলা ও শেকলের ভারে সকলেই বাধা পাচ্ছে।

'তোমার রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সহরে তোমার প্রজাদের এই রকম অবস্থা। তারা বাস্তবিকই ক্রীতদাস। যে উপকার তাদের কত্তে

চেষ্টা করেছ, তাতে কেবল তাদের জীবনের বাইরের দিকটা ছোঁয়া হয়েছে, কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে তাদের মনের পরিবর্ত্তন। যে কু-অভ্যাস-রূপ শেকলে তারা বাঁধা, তাহাই তাদিগকে যথার্থ সুখ হতে বঞ্চিত করে। আর এক বার ভাল করে দেখ। মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ এক এক জনকে দেখ্‌তে পাবে, যার শেকল খুলে গেছে। আর দেখ, সে কেমন তাড়াতাড়ি আনন্দের সহিত বেড়াচ্ছে। সে তার সমস্ত শক্তি ব্যবহার কত্তে পাচ্ছে, আর অন্য অনেককে শেকল হতে মুক্তি দিতে চেষ্টা কচ্ছে। এ রকম করে সে সাহসপূর্ব্বক অন্যের উপকার কত্তেছে।'

"রাণী তখন জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'মন্দ অভ্যাসগুলি কি?'

"দূত উত্তর দিলেন, 'মন্দ অভ্যাস নানা রকমের আছে; কিন্তু সবগুলির সম্বন্ধে একটী বিষয় লক্ষ্য করো যে, আরম্ভে অভ্যাসগুলি খুব ছোট ও হাল্‌কা থাকে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলি বেশ বড় ও ভারী হয়ে ওঠে। যদি ছেলে বেলাই লোকে এ শেকল খুল্‌তে চেষ্টা করে, তবে খুব সহজেই খোলা যায়, কিন্তু পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর ধরে বাড়তে পেলে সে শেকল খোলা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মনে কর, রাগ করা অভ্যাস। ছোট ছেলে রাগ দেখায় চেঁচিয়ে ও লাফালাফি করে। যদি মাবাপ বেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই সময়ে ছেলেকে শিখায়, তবে সে শিখ্‌তে পারে যে, ঐ রকম রাগ করা ভারী অন্যায় এবং তখন সে আপনার রাগকে দমন কত্তে পারে। কিন্তু যদি ছেলেটী রাগ দমন করতে না শিখেই বড় হয়, তা হলে তার এমন অভ্যাস হবে যে, কোনও বিষয়ে একটু বিরক্ত হলেই রাগ করে যা তা বল্‌বে, ও যা তা করে ফেল্‌বে। রাগের মাথায় সে কি বলেছে বা করেছে, তা টেরই পাবে না। রাগ-ভূত তার ঘাড়ে চেপে বসে। আর সে ভূতের গোলাম হয়ে যায়; ভূতে তাকে যা কত্তে লওয়ায়, অন্ধ হয়ে সে তাই করে। যারা আপনাদের রাগ দমন কত্তে জানে না, তারা প্রতিদিন নানা মন্দ কার্য্য করে বসে। একবার রাগ-ভূতকে ঘাড়ে চাপ্‌তে দিলে, তারই উত্তেজনায় লোকে অন্ধ হয়ে গালাগালি দেয়, মারামারি করে, এমন কি, খুনোখুনি করে বসে। এজন্য যদি কু-অভ্যাস একবার বলবান হয়ে ওঠে, তবে তাকে জয় করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। নীচে ঐ লোকটীকে দেখ। সে বড় লোক

হতে চায়। তার খুব ইচ্ছা যে, ছেলেমেয়ের জন্য একখানি ভাল বাড়ী তৈয়ার করঁবে; কিন্তু রাগের মাথায় কর্কশ কঁথা বলে খুব ভাল তিনটী উচ্চপদ হারিয়েছে। সে বুঝ্‌তে পারে না, কেন সে কৃতকার্য্য হয় না। নিজের দোষ সে একেবারেই দেখ্‌তে পায় না; আর মনে করে, লোকে তার প্রতি অন্যায় করেছে।

'রাস্তার ওপাশে ঐ মেয়েটীকে দেখ। লোকে তার দিকে কেমন ভ্রূকুটী করে, আর কেমন সন্দেহের চোকে দেখে। সে সঙ্গিহীন বলে অন্যের ভালবাসা ও বন্ধুতা পেতে চায়; কিন্তু কয়েক বৎসর হলো সে মিথ্যা বলা ও প্রবঞ্চনা করা অভ্যাস করেছে। আর এখন কেউ তাকে বিশ্বাস কত্তে পারে না। কেউ তার বন্ধুতা পসন্দও করে না, কেননা সকলেই জানে তাতে বিপদ আছে। যে লোকটীর কথা আগে বলেছি, তারই মত এ মেয়েটীও নিজের শেকল দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু সে মনে করে, লোকে তার প্রতি কঠিন ও নির্দ্দয় ব্যবহার করে; অথচ দোষ যথার্থপক্ষে তার নিজেরই।'

"এ পর্য্যন্ত শুনে রাণী বলে উঠ্‌লেন, 'অন্য লোকদের কথাও দয়া করে আমাকে বলুন। ঐ লোকেরা ত মুক্ত হতে খুব চেষ্টা কচ্ছে, কিন্তু পাত্তেছে না। কি কি কু-অভ্যাসে তাদের আটকিয়ে রেখেছে? ঐ লোকদের দেখে মনে হয়, যেন তারা কষ্ট পাচ্ছে।'

"দূত বল্লেন, 'ঠিক বলেছ; তারা শরীরে ও মনে উভয় স্থানেই কষ্ট পাচ্ছে। এমন কতকগুলি কু-অভ্যাস আছে, যাতে শরীরের অনিষ্ট হয়, আর মনেরও অবনতি ঘটে। এগুলির মধ্যে বড় দুটী হচ্ছে—(ক) আফিম ও গাঁজা খাওয়া; (খ) মদ ও তাড়ী খাওয়া। ঐ যে লোকদের দেখ্‌ছো, তাদের বেশীর ভাগ লোকেই ঐ দুটোর একটার দাস। ঐ দুই রাক্ষসী লোকের শরীর বিষাক্ত করে ও বল হরণ করে নেয় এবং মন ও ইচ্ছাকে দুর্ব্বল করে মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ঐ দেখ, কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আহা, তাদের বাড়ী নাই, আশ্রয় নাই! কত স্ত্রীলোক খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরছে! ঐ রাক্ষসীর হাতে পড়ে তাদের এ দুর্দ্দশা হয়েছে।

'এরা কত চেষ্টা কচ্ছে মুক্ত হতে, কিন্তু পাচ্ছে না। কেউ কেউ

সমস্ত জীবনই এক রকম চেষ্টা করে আস্‌ছে ; আর যখন তারা মনে করে মুক্ত হয়েছে, তখনই আবার ঐ রাক্ষসীর কাছে পরাজিত হয়।'

"এই সময়ে রাণী হঠাৎ কাতরভাবে বলে উঠ্‌লেন, 'দেখুন, কি আশ্চর্য্য ! ঐ সুন্দর মোটাসোটা ছেলেটী ইচ্ছা করে একগাছা শেকল নিয়ে নিজের পায়ে জড়াচ্ছে। আহা, ও কি অন্যদের দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পাচ্ছে না ?'

"দূত দুঃখিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'ছোকরা যে অন্যদের দিকে চাইছে না। নূতন শেকলের উজ্জ্বলতা দেখে সে মোহিত হয়েছে। আরও সে শুনেছে যে, ওতে বেশ আমোদ আছে, বন্ধুও জোটে এবং দুঃখ কষ্ট ভোলা যায়। যখন উজ্জ্বলতা কমে যাবে, তখন সে শেকলের ভার টের পাবে।

'কেউ কেউ তামাকের দাস—অর্থাৎ কেউ তামাকের ধুমো খায়, আর কেউ বা দোক্তা তামাক গুঁড়ো করে পানের সঙ্গে খায়। এ দু রকম ব্যবহারই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। তামাকে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দুর্ব্বল করে এবং স্নায়ুর অপকার করে। এ অভ্যাস দুটী কতকটা নোঙ্গরা ও বিরক্তিকর।

'এর চেয়েও এমন মন্দ কুঅভ্যাস আছে, যা বলাই লজ্জার বিষয়। এমন কোন কোন লোক আছে, যারা ঈশ্বরদত্ত জীবন উৎপাদনের আশ্চর্য্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় অধঃপতিত হয়। আর তাতে শরীর দুর্ব্বল হয়ে নষ্ট হয় ; আর শরীরের চেয়েও বেশী ক্ষতি হয় মন ও আত্মার। ঐ দেখ, তারা মাথা নীচু করে চলেছে। লোকের সঙ্গে মাথা তুলে কথা বল্‌তে তাদের লজ্জা হয়। যাদের একটু সম্ভ্রম আছে, তারা ঐ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে। আর সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, তারা আত্মসম্মান একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ঐ কু-অভ্যাস ছেলেবেলা শিখেছে, তাদের চেয়ে বয়সে বড় এমন দুষ্ট লোকেরা শিখিয়েছে। এখন তাদের ঐ অভ্যাস ছাড়বার ক্ষমতা নাই। কাজেই তারা আজীবন লজ্জা ও অশুচিতায় কাটাবে, আর রাতদিন জগতের কাছে তাদের পাপ গোপন রাখ্‌তে চেষ্টা করবে। আহা ! যে আনন্দ ও স্বাধীনতার জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে কেমন ভিন্নভাবে তাদের বাস কত্তে হতেছে ! যদি কেউ বাল্যকাল থেকেই তাদের বিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন কত্তে শিখাতো, তা

হলে উপযুক্ত সময়ে পিতামাতা হয়ে তারা সুখ ও আনন্দের জীবন যাপন কত্তে পারতো।'

"রাণী তখন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'এদের, আর অন্য সকলের কি মুক্তির কোনও উপায় নাই ?'

"দূত উত্তর দিলেন, 'হাঁ, একটা উপায় আছে'। আর তখন হঠাৎ তাঁরা আবার আকাশে উড়লেন। এবার তাঁরা একটা বড় পাকা বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে নাম্‌লেন। এ বাড়ীতে একটা ভারী লাভজনক ব্যবসা চল্‌ছিল। বাড়ীর মধ্যে কলের ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল, অনেক লোক ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি কচ্ছিল। আর অনেকে বড় ফটক দিয়ে ঢুক্‌ছিল ও বার হচ্ছিল।'

"তখন দূত রাণীকে বল্লেন, 'এটা হচ্ছে অভ্যাস-কারখানা। এখানে কুঅভ্যাসকে বদলিয়ে উত্তম করা হয়। ঐ বাঁ দিকের লোকদের দেখ। শেকলে বাঁধা বলে এবা খোঁড়িয়ে চলেছে, কিন্তু ডান দিকের যে লোকেরা বার হয়ে আস্‌ছে, তাদের দিকে চেয়ে দেখ। তাদের শেকল খুলে নেওয়া হয়েছে। আর তা দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্স, থালা, বাটি ও গ্লাস তৈয়ার করা হয়েছে। এখন তারা আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছে। চল, কোন এক বেচারীর সঙ্গে ভিতরে যাই, আর কেমন করে তার শেকল খোলা হয়, তা দেখি। ঐ যে লোকটা আস্‌ছে সে রাগের গোলাম। চল, ওর পিছনে পিছনে যাই।'

"দু'জনেই ঐ লোকটার সঙ্গে একটা ছোট কামরায় গেলেন। সেখানে কোন গোলমাল নাই, সকলই সুস্থির ও নীরব। বাইরের কাজ কর্ম্মের কোন শব্দ তাঁরা শুন্‌তে পেলেন না। তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন, ঐ লোকটার কাছে এক জন অতি সুন্দর ও বলবান পুরুষ এলেন, আর একটা পবিত্র জ্যোতি তাঁর চারি দিকে দেখা গেল এবং ঘরখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

"রাণী তখন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'উনি কে ?'

"দূত উত্তর দিলেন, 'উনি ত্রাণকর্ত্তা যীশু। সকল মানুষকে মুক্তি দিতে ঈশ্বর ওঁকেই পাঠিয়েছিলেন।'

"পরে তাঁরা দেখ্‌লেন, ঐ আগেকার লোকটা হাঁটু গেড়ে দয়া ভিক্ষা চাইতে লাগ্‌লো। তখন সেই সুন্দর পুরুষ খুব প্রেম ভাবে হেঁট হয়ে

তার শেকল খুলে দিলেন। মুক্ত হয়েও লোকটী কতক্ষণ হাঁটুগাড়া অবস্থায় মুক্তিদাতার প্রশংসা ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলো। 'পরে সে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল। অন্য ঘরে গিয়ে সে স্থিরভাবে অপেক্ষা কত্তে থাক্‌লো। পরে তাকে একটী রূপোর বাক্স দেওয়া হলো। বাক্সটী নিয়ে সে অন্য ফটক দিয়ে বার হয়ে চলে গেল, আর নূতন মুক্তির আনন্দে গান গাইতে গাইতে দৌড়াতে লাগ্‌লো।

"তখন রাণী জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'ঐ বাক্সটা কি?'

"দূত উত্তর দিলেন, 'প্রেম। রাগের শেকলের চেয়ে ওটা ভাল নয় কি? কুঅভ্যাসের বদলে এখানে পাওয়া যায় বিনয়, ধৈর্য্য, শান্তি, নম্রতা, বাধ্যতা, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস ও সন্তোষ'।

"এ কথা শুনে রাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। তিনি দূতকে বল্লেন, 'আমি এখনই আমার রাজবাড়ীতে ফিরে যাবো। সেখানে আমি একটী অভ্যাস বদলাবার কারখানা খুল্‌তে চাই। মহাশয়, আমাকে দয়া করে দেখিয়ে দিন, কেমন করে কাজ আরম্ভ করা যাবে।'

"দূত একটু হেসে রাণীর হাতে একখানা পুস্তক দিলেন, আর বল্লেন, 'এরই ভিতরে দরকারী সকল শিক্ষা আছে। খুব মন দিয়ে পড়বে, ও যিনি বন্দিদিগকে মুক্তি দেন, তাঁর সাহায্য চাইবে। তিনি কখনও সাহায্য কত্তে অস্বীকার করবেন না। এখন যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন'।

এই পর্য্যন্ত বলে পূর্ণিমা থাম্‌লো। দু এক মিনিট কেউ কোন কথা বল্লো না। শেষে লাবণ্য বল্লো, "আমি জানি, ঐ পুস্তকখানা কি; ওখানা বাইবেল।"

পূর্ণিমা বল্লো, "ঠিক বলেছ। ঈশ্বরেরই বাক্যই নির্ভুল পথপ্রদর্শক—আমাদিগকে পথ দেখিয়ে পবিত্রতার দিকে নিয়ে যায়। বাইবেল আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, যীশুর কাছে অনুতাপ, পাপস্বীকার, প্রার্থনা ও আত্মোৎসর্গ দ্বারা শরীর, মন ও আত্মার অতি ভয়ানক কু-অভ্যাসও দূর হয় এবং তাঁহার দান যে প্রেম ও ধার্ম্মিকতা তাহা পাওয়া যায়।"

অষ্টম অধ্যায়।

শুচি মন।

পূর্ণিমার বাড়ী যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। প্রায় এক মাস সে মাবাপের কাছে রয়েছে। দিদি চলে যাবে শুনে লাবণ্যের ভারী দুঃখ হলো। ছোট অজিত এই এক মাসের মধ্যে বেশ একটু বেড়েছে। আর লাবণ্য তাকে খুব ভাল বাসতে শিখেছে। সে চলে গেলে একলাটি যে তার খুব খারাপ লাগ্‌বে।

রমার মনেও দুঃখ হলো। কারণ সেও পূর্ণিমাকে ভাল বাসতে শিখেছিল। আর তার সকল কথা সে মনে গেঁথে রেখেছিল।

চলে যাবার আগের দিন দুটী মেয়েই পূর্ণিমার কাছে বল্লো, "দিদি, যাবার আগে এখন একটা বিষয় আমাদের বলে যাও, যা আমরা সব সময়ে মনে রাখ্‌তে পারবো।"

পূর্ণিমা একটু হেসে বল্লো, "তা হলে সংক্ষেপে বল্‌তে হবে। আচ্ছা, দুজনেই বসো। যাবার আগে তোমাদের কাছে একটা কথা বল্‌বো। তোমাদের দুজনের সঙ্গে থেকে যেমন খুসী হয়েছি, কথা বলেও তেমনি আরও খুসী হয়েছি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমরা আমার কথা বুঝেছ।"

"যখন আমি তোমাদের মত বোর্ডিং স্কুলে থাক্‌তেম, তখন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে কোন কোন কাজ বা চাকরি করবার উপযুক্ত শিক্ষা পেতে আরম্ভ কল্লো। স্ত্রীলোকদের এই সুযোগ দেখে আমার প্রাণ নেচে উঠ্‌লো, কারণ স্ত্রীলোকেরা অনেক রকম কাজ কত্তে পারে। তখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান পরিবার তৈয়ার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ। তথাপি আরও কোন কোন কাজ কত্তে, আর কত কি হতে, আমার ভারী ইচ্ছা হলো।

"আমি খুব পড়তে ভালবাসতুম। পুস্তক পেলে না পড়ে ছাড়্‌তুম না। সময়ে সময়ে মনে হতো, জান্‌বার শিখ্‌বার যে অনেক বিষয় আছে। যদি এক জন বড় পণ্ডিত হতে পাত্তুম, নানা ভাষায় কথা বল্‌তুম, সব

রকম ফুল, ফল ও পাখীর কথা বলে দিতুম, আর সকলে আমার কাছে শিখতে আস্‌তো, তা হলে কেমন আনন্দের বিষয় হতো।

"আবার ভাবতুম, যে পুস্তকগুলি পড়েছি, ঐ রকম একখানা পুস্তক লিখ্‌বো। একখানা ভাল বই লিখে লোকের অনেক উপকার করা যায়। অনেক দিন ধরে আমি নিজকে এক জন বড় লেখিকা বলেই কল্পনা কত্তুম; এমন কি ছেলেমানুষের মত একখানা বইয়ের কয়েকটী অধ্যায়ের নক্‌সাও করেছিলুম। কিন্তু এক দিন এক জন বিখ্যাত বক্তার শিক্ষা শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর আমার ভাব বদ্‌লে গেল। এটা আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌লো যে, আমি ঐ বক্তার মত কথা বল্‌বো এবং শ্রোতাদের মন এমনভাবে আকর্ষণ করবো, যেন তারা আমার কথা কখনও না ভোলে। এর পরে আমি নিজেকে এক জন ভারী বক্তা বলে মনে কল্লুম—অসংখ্য শ্রোতাকে আমি ইচ্ছানুযায়ী হাসাতে ও কাঁদাতে পারবো। এখানে দেখ্‌ছো মেয়েরা, যশের আকাঙ্ক্ষা কেমন করে আমার সমস্ত চিন্তার মধ্যে ঢুকেছিল।

"যখন একটু বড় হলুম, তখনও আমার উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থপূর্ণ। সেই সময়ে চারি দিকে লোকের নানা রকম কষ্ট দেখে আমি ভাল করে টের পেলুম যে, দেশের মধ্যে আরও অনেক চিকিৎসকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দের জন্য চিকিৎসকের দরকার আছে। এই জন্য আমি চিকিৎসাকেই জীবনের কার্য্য বলে বেছে নিয়েছি। আর এই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার সময়ে আমি সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দর্শন পেয়েছিলুম।

"এক জন শিক্ষয়িত্রীকে আমরা সকলেই খুব ভাল বাসতুম। কেউই তাঁকে ভাল না বেসে পারতো না। তাঁকে খুসী কত্তে আমরা খুব পরিশ্রম করে পড়া শিখ্‌তুম। আর তাঁর প্রশংসা শুন্‌তে পেলে কত যে খুসী হতুম, কি আর বল্‌বো! প্রথমে আমি ভাবতুম, তাঁর মনটা খুব প্রশস্ত, দয়া ও সমবেদনাতে পূর্ণ; এই জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসে; কিন্তু শেষে টের পেলুম, শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে আরও কিছু আছে। যখন আমি তাঁর কাছে থাক্‌তুম, আমার মনে নানা দোষ ও অনুচিত চিন্তা দেখে লজ্জিত হতুম। আর তাঁর কাছ থেকে চলে গেলে আমার আরও ভাল হবার ইচ্ছা হতো। এক দিন আমি ঠিক বুঝ্‌লুম, তাঁর মনের পবিত্রতা আমার

মনকে আলো করে লজ্জিত করেছে। আর তাঁর সেই প্রভাব প্রত্যেক ছাত্রীর মন আলোকিত করে ভাল হবার ইচ্ছা জন্মিয়ে দিত।

"তখন আমি বুঝতে পাল্লুম, জ্ঞান উপার্জ্জন উত্তম বটে, পুস্তক লিখে, বক্তৃতা করে ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখে মানুষের অনেক উপকার করা যায় বটে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল, সুন্দর ও বাঞ্ছনীয় বিষয় হচ্ছে শুচি মন।

"এই জ্ঞানই আমাকে যীশুর কাছে নিয়েছে। এক দিন আমি সেই শিক্ষয়িত্রীর নিকট থেকে এই চিন্তা নিয়ে চলে এলুম, 'আমার ভিতরের অশুচিতার জন্য যদি আমি তাঁর মুখের দিকে চাইতে লজ্জিত ও দুঃখিত হই, তবে কেমন করে আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো?' তখন প্রভুর নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র জীবনের কথা মনে হলো। তিনি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বেড়াতেন, নানাভাবে প্রলোভন তাঁর কাছে আস্‌তো; অথচ তিনি বিশুদ্ধ ছিলেন। আমি যেন দেখ্‌তে পেলুম, তাঁর মুখে এমন জ্যোতি ছিল, যা লোকদিগকে তাঁর কাছে আকর্ষণ কত্তো, আর সকল ছেড়ে তাঁর অনুগামী হতে লওয়াতো। পরে যখন আমি দেখ্‌লুম, আমার সকল পাপ তিনি মাথায় নিয়ে ক্রুশে মরেছেন, তখন আমার সমস্ত মন তাঁর সাম্‌নে নত হয়ে গেল। আর তখন থেকে নিরন্তর আমার এই প্রার্থনা হলো, 'প্রভু যীশু, আমাকে শুচি মন দাও'।

"মন পরিষ্কার হওয়াই সব চেয়ে দরকারী বিষয়। তোমাদের কাছে এ কথা কি এখন বেশ স্পষ্ট হয়েছে? পবিত্র হতে হবে আগাগোড়া, ভিতরে ও বাইরে। সাদা চূণকামের মত বাইরে ধার্ম্মিক হলে, ধার্ম্মিকের বেশ ধরলে, কোন লাভ নাই। এ ভাবে ধার্ম্মিক সেজে অনেক দিন ফাঁকি দেওয়া যায় না। শীগ্‌গিরই হউক, আর একটু দেরীতেই হউক, ভিতরের আসল বিষয় বার হয়ে পড়ে, আর সে কি রকম লোক সকলেই তা বুঝ্‌তে পারে।

"ছোট বোনটী ও ছোট বন্ধুটী আমার, তোমরা এখন স্ত্রীলোকের জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেছ। যশ, অর্থ, সুখ, বন্ধুতা ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্য তোমাদের সাম্‌নে আছে; কিন্তু সকলের শ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে উজ্জ্বল বিষয়টী হচ্ছে শুচিতা—শরীর, মন ও আত্মার শুচিতা। এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নাই। এ রত্নটী শক্ত করে ধরে রেখ, তা হলে পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল জিনিসটী তোমাদের হবে।"

রমা এ কথা শুনে বলে উঠলো, "আমি ঐটী চাই, বাস্তবিকই চাই। আর দিদি, তোমার কথা শুনে ওর সৌন্দর্য্য সহজেই টের পাচ্ছি; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, স্কুলে গেলে হয়ত সবই ভুলে যাবো, আর এ রকম পাবার ইচ্ছা হয়ত তখন থাকবে না।"

পূর্ণিমা উঠে তার বাক্সের কাছে গেল। আর দুখানা বাঁধান সুন্দর নূতন নিয়ম এনে তাদের হাতে দিল। দুখানার উপরেই নাম লেখা আছে। আর নামের নীচে লেখা আছে "পূর্ণিমার দান।" সকলের নীচে আছে

'ধন্য ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিতেরা, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে।'

পূর্ণিমা এই পদটি চেঁচিয়ে পড়ে বল্লো, "মনে রেখ, এটী ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। তোমরা পবিত্রতার জন্য ক্ষুধিত, তিনি তোমাদিগকে দিবেন। কেবল তিনিই ইহা দিতে পারেন। এই পুস্তকে তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আজ আমি এখানে তাঁর উপস্থিতি অনুভব কচ্ছি। তোমরা কি চাও না যে, তিনি তোমাদিগকে এই পবিত্র জীবনে নিয়ে যাবেন?"

লাবণ্য উত্তর দিল, "আমরা চাই"।

বিদায় নেবার আগে তারা মাথা হেঁট কল্লো, আর পূর্ণিমা প্রার্থনা কল্লো,—

হে প্রভু যীশু, পাপের যে কোন কলঙ্ক আমাদের মধ্যে আছে, তুমি তা ধুয়ে পরিষ্কার কর। কখনও এমন কিছু আমাদের কত্তে দিও না, যাতে তোমার পবিত্র নামের অসম্মান হবে; কিন্তু তোমার পবিত্র জ্যোতি এমন ভাবে আমাদের মধ্যে প্রকাশ কর, যেন আমরা সকলের উপকার কত্তে ও সকলের পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ হতে পারি। আমেন্।

নবম অধ্যায়।

শিশু-পালন।

এক মাস পরে পূর্ণিমা বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়েই সে শুনতে পেল, তাদের "নারীমঙ্গল সমিতি" গ্রামের মেয়েদিগকে শিশুপালন সম্বন্ধে

শিক্ষা দিবার আয়োজন কচ্ছেছে। পূর্ণিমা অবিলম্বে সমিতির সঙ্গে যোগ দিয়ে কল্‌কাতা থেকে এক জন লেডি ডাক্তারকে আন্‌বার বন্দোবস্ত কল্লো। গ্রামের জমিদার আশু বাবুর বাড়ী সভা হবে বলে স্থির হলো। নির্দ্দিষ্ট দিন সকাল বেলাই লেডি ডাক্তার এলেন এবং দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পরে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এসে উপস্থিত হলো। সকলে স্থির হয়ে বস্‌লে লেডি ডাক্তার সকলকে সম্বোধন করে বল্লেন,

বড়ই সুখের বিষয়, তোমরা শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা কত্তে চাইছো। শিশুরাই আমাদের সমাজ ও জাতির আশা। তারা যদি সুস্থ ও বলবান না হয়, তবে সমাজ কি কখনও উন্নত হবে? যদি ছেলেবেলা থেকে তাদের শরীর ও মন উভয়ই তারা পবিত্র রাখ্‌তে না শেখে, তবে বড় হয়ে কি কখনও তারা চরিত্রবান ও সুন্দর হতে পারবে? তোমাদের এই শিক্ষার ইচ্ছা যথার্থই প্রশংসনীয় এবং প্রত্যেক গ্রামের স্ত্রীলোকদের অনুকরণীয়। শিশুর মঙ্গল ও অমঙ্গল সব চেয়ে বেশী মায়ের উপর নির্ভর করে। বিলাতের মায়েরা শিশুপালন খুব ভাল জানে বলে সেখানে শিশু খুব কমই মরে, কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েরা জানে না বলে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী। শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে, বিলাতে শিশু মরে এক শ জনের মধ্যে আট জন, আর এদেশে মরে এক শ জনের মধ্যে তেত্রিশ জন। যদি মাবাপের স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান থাকতো, তবে শিশুমৃত্যু একেবারে কমে যেতো।

এ কথাও মনে রাখ্‌তে হবে, শিশু কেবল সুস্থ থাকলেই যথেষ্ট নয়, কিন্তু তাকে ভাল ছেলে ও ভাল মেয়ে কত্তে হবে। যদি আমার কথা মনে রেখে কাজ করো, তবে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে। এক দিনে আমি সকল কথা বল্‌তে পরবো না, কিন্তু কেবল প্রয়োজনীয় কয়েকটী কথা বল্‌বো।

১। **শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেকটা মায়ের উপরে।** এই জন্য মাকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে হবে। মা ও শিশু যে ঘরে থাকে, সেই ঘরও পরিষ্কার রাখ্‌তে হবে। ঘরের মধ্যে যেন যথেষ্ট বাতাস যেতে পারে, তার বন্দোবস্ত করবে। আর মাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে; অতিরিক্ত লঙ্কা, শাক বা পচা মাছ খেতে হবে না। দুধ

এবং কৈ কি শিঙ্গি কি মাগুর মাছের ঝোল মায়ের খাওয়া উচিত। মায়ের কাপড়, শরীর ও মন সকলই শুচি রাখ্‌তে হবে। মনে রেখো, যদি কোনও কারণে বিরক্ত হও, বা তোমার মনে রাগ হয়, তখন কোনও মতে ছেলেকে মাই দেবে না।

২। **শিশুর আহার।** মায়ের দুধই শিশুর পক্ষে সব চেয়ে ভাল খাবার। শিশু যদি সুস্থ অবস্থায় জন্মিয়ে মায়ের দুধ খেতে পায়, তবে অকালে মরবার সম্ভাবনা তার বেশী থাকে না। যত দূর সম্ভব শিশুকে নিয়ম মত খাওয়ান উচিত। জন্মিবার পরে প্রথম সপ্তাহে দুই ঘণ্টা অন্তর, তিন মাস অবধি আড়াই ঘণ্টা অন্তর এবং আট মাস অবধি তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে খেতে দেবে। রাত্রিতে ঠিক এ নিয়ম মত খাওয়াবার দরকার নেই, কিন্তু মোটের উপরে তিন মাস পর্য্যন্ত রাতে দুই তিন বার এবং তার পরে একবার দিলে চল্‌বে।

কোন কোন মা না বুঝে শিশুকে যখন তখন খেতে দেয়, এমন কি, কাঁদ্‌লেই অমনি শিশুর মুখে মাই দেয়। এ রকম করা ভাল নয়। শিশু যে ক্ষিদে পেলেই কাঁদে তা নয়, কোনও রকম অসুবিধা হলেই সে কাঁদে, পিপাসা পেলেও কাঁদে। কাঁদবার কারণ বুঝে তার প্রতীকার কত্তে হবে। মায়ের দুধ ছেলের পক্ষে খুব ভাল হলেও কেবল আট মাস পর্য্যন্ত খাওয়ান উচিত। এর চেয়ে বেশী দিন ছেলেকে মাই খেতে দেওয়া পোয়াতি ও ছেলে কারও পক্ষে ভাল নয়। যদি আট মাস পরেও ছেলে দুর্ব্বল থাকে, তার দাঁত না ওঠে ও মায়ের কোনও কষ্ট না হয়, তবে আরও দুই এক মাস মাই দেওয়া যেতে পাবে।

আট দশ মাসের মধ্যেই মাই দেওয়া বন্ধ করে ঝিনুক বা বোতলে করে ছেলেকে গরুর দুধ খাওয়ান উচিত। মায়ের দুধের বদলে ছেলের পক্ষে গরুর দুধই সব চেয়ে ভাল। কিন্তু দুধ খুব বেশীক্ষণ ফুটাতে হবে না। এই দুধের সঙ্গে পরিষ্কার জল ফুটিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

বোতলে করে খাওয়ালে বোতলটী খুব ভাল করে পরিষ্কার কত্তে হবে। প্রত্যেকবার খাওয়াবার পরে গরম জল দিয়ে বোতলটী ধোবে। বোতলের মুখের বোঁটাটা উল্‌টিয়ে গরম জলে ধুতে হবে। কত বয়সের ছেলেকে

কি পরিমাণে দুধ দিতে হবে এবং দুধের সঙ্গে কি মিশাতে হবে, তা ডাক্তারের পরামর্শ মত করা উচিত।

৩। **শিশুর স্নান।** প্রতিদিন একবার করে শিশুকে স্নান করান উচিত। স্নানের জল যেন খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা না হয়। বিশেষ সতর্ক হতে হবে, যেন স্নানের সময়ে শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস বেশী না লাগে এবং গায়ে যেন জল না বসে। স্নানের পরই তাড়াতাড়ি শুক্‌নো কাপড় দিয়ে গা মুছে দিতে হবে।

৪। **শিশুর জন্য বিশুদ্ধ-বায়ু।** আহারের ন্যায় শিশুর জন্য বিশুদ্ধ-বাতাসও দরকার। চারা গাছের-মত রোদ ও বাতাস না পেলে শিশু ভাল করে বাড়ে না। রোদ বাতাসে রোগের জীবাণু নষ্ট করে। যে ঘরে বেশ বাতাস খেলে এমন ঘরে শিশুকে শুতে দেবে এবং রাতে শোবার ঘরের জানালা খোলা রাখবে। কিন্তু সাবধান হবে, সমস্ত রাত বিপরীত দিকে খোলা দুই জানালার মধ্যে শিশু যেন না ঘুমায়। জল ঝড় ছাড়া শিশুকে নিয়ে প্রতিদিন দুবেলা ঘরের বাইরে বেড়ান উচিত।

৫। **শিশুর দাঁত ওঠা।** প্রায়ই দেখা যায়, দাঁত ওঠ্‌বার সময়ে কোন কোন শিশু কষ্ট পায়। দাঁত ওঠা একটী রোগ নয়, কিন্তু দাঁত ওঠ্‌বার সময়ে সহজেই শিশুর অসুখ করে। এই জন্য এ সময়ে শিশুর খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে সাবধান হতে হবে। কোনও মতে যেন শিশু অতিরিক্ত বা বাসি ও টকো দুধ না খায় এবং যেন শিশুর গায়ে ঠাণ্ডা না লাগে।

সাধারণতঃ ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে দাঁত ওঠে এবং নীচের পাটির দাঁত আগে বেরোয়। যদি এ সময়ে শিশুর জ্বর বা পেটের অসুখ হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। দাঁত ওঠ্‌বার পরে খুব নরম ভাত চটকিয়ে দুধের বা মাছের ঝোলের সঙ্গে সহ্য মত দেওয়া যেতে পারে।

৬। **শিশুর অসুস্থতা।** সচরাচর দুটী রোগ শিশুর হয়। সেই দুটী রোগ হচ্ছে পেটের অসুখ ও সর্দ্দিকাশি।

সুস্থ অবস্থায় শিশু দিনে তিন চার বার মলত্যাগ করে এবং তার মলের রং হল্‌দে হয়। যদি দেখ্‌তে পাও, তিন চার বারের বেশী কোন শিশু মলত্যাগ করে এবং মল পাত্‌লা, সবুজ বা সাদা কিম্বা কফ বা শিক্‌নির মত, তবে বুঝ্‌বে যে, ছেলের অসুখ করেছে। তখন খাবার-বিষয়ে সাবধান হতে

হবে; দুধ বন্ধ করে গরম জল ও বার্লির জল দিলে ভাল হয়। খাবার বিষয়ে সতর্ক হলে শিশু সহজে ভাল হয়ে যায়। বদহজমের জন্য সময়ে সময়ে শিশুর পেট-ব্যথা হয়। পেটে বাতাস জমেই এ রকম হয়ে থাকে। শিশুর তলপেটে হাত বুলিয়ে দিলে বায়ু বার হয়ে যায়; নতুবা পেটের ডান দিকের নীচে থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে সোজা এবং বাঁ দিকের উপর হতে নীচ পর্য্যন্ত তেলজল মালিশ কল্লে সেরে যায়। এ ছাড়া গরম জলে ফ্লানেল ভিজিয়ে সেঁক দিলেও ভাল হয়, কিন্তু সেঁকের পরে পেট ঢেকে রাখা দরকার।

সর্দ্দিকাশিও ছেলেদের খুব হয়। গরম জায়গা হতে হঠাৎ ঠাণ্ডা ঘরে গেলে, কিম্বা ভিজে জায়গায় শুলে, অথবা যার সর্দ্দি হয়েছে এমন লোকের কাছে গেলে বা তাকে ছুঁলে শিশুর সর্দ্দি হয়। সর্দ্দি লাগ্‌লে নাকের মধ্যে সরষে তেল দেওয়া ও বুকে গলায় মালিশ করা ভাল। আর এক চাম্‌চে ক্যাষ্টর ওয়েল (জোলাপ তেল) খাইয়ে দিলেও ভাল হয়। সর্দ্দি-কাশি যে খোষ পাচড়ার মত ছোঁয়াচে, তা তোমরা মনে রেখো।

এর চেয়ে বেশী কোন কিছু হলে চিকিৎসককে ডেকে দেখাবে।

৭। **শিশুর অভ্যাস।** কোন রকম অস্বাস্থ্যকর ও মন্দ অভ্যাস শিশুকে করাতে নেই। প্রথম থেকেই সঙ্কেত করে শিশুকে বাহ্যে প্রস্রাব করান উচিত। একটু বড় হলেও প্রতিদিন এক সময়ে বাহ্যে হয় কি না, তার খবর নেবে। মেয়েরা অনেক সময়ে লজ্জায় বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ ধারণ করে। এ রকম করা ভারী দোষের বিষয়। কারণ বড় হলে এরকম মেয়েদের বাধক হতে পারে।

আমি আগেই বলেছি, শিশু কাঁদ্‌লে তার কাঁদ্‌বার কারণ জান্‌তে চেষ্টা করবে। কান্না ছাড়া আর কোনও উপায়ে তারা আপনাদের অভাব অভিযোগ প্রকাশ কত্তে পারে না। কাঁদ্‌বার কারণ না খুঁজে কোন কোন মা শিশুকে কান্না ভুলাতে চেষ্টা করে, কাতুকুতু দেয় বা বেটা ছেলের পুরুষাঙ্গে হাত দিয়ে টানে ও রগড়ায়—এমন কি একটী ছেলের কান্না থামাতে অন্য ছেলেকে ঐ রকম কত্তে বলে। এই রকম করা ভারী অন্যায়। এই অজ্ঞানতার ফলে শিশু এমন কোন কোন কাজ কত্তে অভ্যস্ত হতে পারে, যা তার জীবনকে নষ্ট করে ফেলবে।

৮। **শিক্ষা, শাসন ও আদর্শ।** তোমরা আমার কথা খুব মনোযোগ করে শুন্‌ছো, এতে আমি খুব খুসী হয়েছি। এখন যা বল্‌তে যাচ্ছি, এ কথাতে আরও বেশী মনোযোগ করো। আমি মনে করি, শিশুর স্বাস্থ্য অপেক্ষা এই বিষয়গুলি বেশী দরকারী। যে শিশু বড় হয়ে চোর বা লম্পট বা বদমাইস হয়, তার পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। হতে পারে, তোমরা কেউ কেউ মনে করবে, মন্দ হয়েও আমার ছেলেটী বেঁচে থাকুক। মায়ের পক্ষে এ রকম ইচ্ছা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তোমরা মনে রেখো, দুষ্ট লোকের দ্বারা নিজ মাবাপ ও বংশের কলঙ্ক, দেশের দুর্নাম ও সমাজের অনিষ্ট হয়। এই জন্য শিশু যেন বড় হয়ে ভালমানুষ হয়, যথাসাধ্য সেই চেষ্টা কত্তে হবে, নতুবা আমাদের দেশের ও জাতির অমঙ্গল হবে।

(ক) অল্পবয়স থেকে দুই একটী করে ভাল কথা শিশুর কাণে দিতে হবে। শিশুর সঙ্গে যেমন অন্য কথা বলো, তেমনি ধর্ম্মের কথাও বলবে। তার ক্ষুদ্র বিবেককে শিখাতে হবে, কোনটী ভাল কোনটী মন্দ, কোনটী উচ্চ কোনটী নীচ। তুমি যদি না শিখাও, তবে অন্য লোকের নিকট থেকে সে মন্দকেই ভাল বলে শিখ্‌বে। প্রথম থেকেই ঈশ্বরের কথা শিশুকে শিখাবে। শোবার সময়ে ও ঘুম থেকে ওঠ্‌বার সময়ে তাকে নিয়ে প্রার্থনা করবে ও তাকে প্রার্থনা কত্তে শিখাবে।

কখনও শিশুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবে না। তোমার হাতে একটা জিনিস আছে। তুমি সেটা শিশুকে দিতে চাও না। এই জন্য তুমি লুকিয়ে রেখে বল্লে, ঐ কাকে নিয়ে গেছে; আর তোমার খালি হাত তাকে দেখালে। তুমি মনে কল্লে, শিশু টের পায় নাই। কিন্তু সে নিশ্চয় একটু টের পায়, আর মনে করে, ফাঁকি দেওয়া দোষ নয়, এক রকম আমোদ। কখনও শিশুর কাছে এমন প্রতিজ্ঞা করবে না, যা তুমি জান যে পালন কর্ব্বে না। এ রকম কল্লে শিশুকে মিথ্যা বল্‌তে উৎসাহ দেওয়া হয়।

শিশুকে ভয় দেখাবে না। ভূত-পেত্নীর, জটাবুড়ীর ভয়, ছেলেধরার ভয় ইত্যাদি কোন ভয় ছেলেকে দেখান উচিত নয়। কিন্তু শিশুর যাতে সাহস ও আত্মসম্মান বাড়ে, এমন বিষয় শিখাবে এবং এমন গল্প তাকে শোনাবে। শিশুকে যেমন সত্য কথা বল্‌তে, তেমনি মিথ্যাকে ঘৃণা কর্‌তে শিখাবে।

আমি দেখেছি ভাই-বোনেরা মারামারি করেছে এবং ছোট বোনটীর কান্না থামাবার জন্য মা বড় ভাইকে মেরেছে বা মারবার ভাব দেখিয়েছে; আর তখন সেই বোনটী ঠাণ্ডা হয়েছে। এ রকম করে ক্ষমা, ভালবাসা ও সহিষ্ণুতা না শিখিয়ে প্রতিশোধ নিতে শিখান হয়ে থাকে। এ রকম করা মোটেই ভাল নয়।

(খ) শিশুকে বাধ্য কত্তে যখন তখন তার গায়ে হাত দেবে না। বিরক্ত হয়ে বা রাগ করে কখনও শিশুকে প্রহার করবে না। শিশুদিগকে শাসন কত্তে হবে। বেত বাঁচালে শিশুকে নষ্ট করা হয়, এ কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু মনে রেখো, শাসন কত্তে হবে, যেন সে ভাল মানুষ হয়। ছেলে যেন বুঝ্‌তে পারে, তার অবাধ্যতার জন্য তুমি মনে দুঃখ পাচ্ছ। যখন নিতান্তই আবশ্যক হবে, তখন অতি গম্ভীরভাবে তার গায়ে হাত তুলবে বা বেত ব্যবহার করবে; কিন্তু এ রকম শাসন যেন দৈনিক কাজ না হয়। মাবাপ বিবেচক হলে শিশুকে দুই একবারের অধিক এ রকম শাসন কত্তে হয় না। শাসনের কিছু কাল পরে শিশুকে কোলে করে তার দোষ দেখিয়ে দেবে এবং কেন সে মার খেয়েছে তা বুঝাবে; নতুবা শাসনের সুফল হবে না।

কোন কোন বিষয়ে শিশুকে নিজের ইচ্ছা মত চল্‌তে দিতে হবে; নতুবা তার মনুষ্যত্ব থাকবে না, কিন্তু কোনও মতে তাকে অবাধ্য হতে আস্কারা দেবে না এবং তার ছোট ছোট অবাধ্যতা উপেক্ষা করবে না। প্রথম হতেই তাকে দেখাবে যে, তুমি ঐ রকম কাজে ভারী অসন্তুষ্ট হয়েছ, তা হলে সে সতর্ক হবে।

(গ) মাবাপ কেবল শিক্ষক নয়, কিন্তু শিশুর সর্ব্বপ্রধান আদর্শ। মা-বাপকে দেখে ও মাবাপের কথা শুনে শিশুরা নিজেরাই শিখে। তারা মাবাপের মত চল্‌তে, বল্‌তে ও বস্‌তে চেষ্টা করে। এ জন্য সাবধান হবে; শিশুর সাম্‌নে হিংসা বা প্রতিশোধের কথা বল্‌বে না, কোন রকম কুৎসিত কথা, গালি বা তামাসা মুখে উচ্চারণ করবে না, অসরলতা বা কপটতা দেখাবে না। মনে রেখো, ঈশ্বরদত্ত বিবেক তার মধ্যে আছে, তুমি মন্দ আদর্শ দেখালে সে তোমাকে ভক্তি কর্ব্বে না। এমন অনেক ছেলে-মেয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাদের সম্বন্ধে মাবাপ বলে যে, ছেলেরা

আমাদের কথা শোনে না। অবশ্য এ রকম ছেলেমেয়েদের কোন মতে প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু ঐ রকম হওয়া যে কতকটা মাবাপের অজ্ঞানতার ফল, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কথায় বলে, "যেমন মা তেমন ঝি," এর অর্থ এই যে, ছেলে যে আদর্শ নিজে মাতে দেখে, সে রকমই তার চরিত্র হয়।

আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই, তোমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক হউক। আমি আজকার মত আমার কথা শেষ কল্লুম। আমি যা বলেছি, তোমরা মনে রেখো। আমি জানি, তোমাদের সমিতি তোমাদের সাহায্য করবে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সভা শেষ হলে লেডি ডাক্তারকে অনেক ধন্যবাদ দেওয়া হলো এবং তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সকল স্ত্রীলোকেই বলাবলি কত্তে থাক্‌লো, অনেক ভুল আজ বুঝতে পেরেছি; এখন থেকে ছেলেদের যথার্থ পালন কত্তে চেষ্টা কর্ব্বো।

CALCUTTA :—Published by the Calcutta Christian Tract and Book Society, and Printed by P. Knight, Baptist Mission Press.